হারামাইন শরীফাইনের সেবায় সঊদী আরব

তথ্য ও পরিসংখ্যান

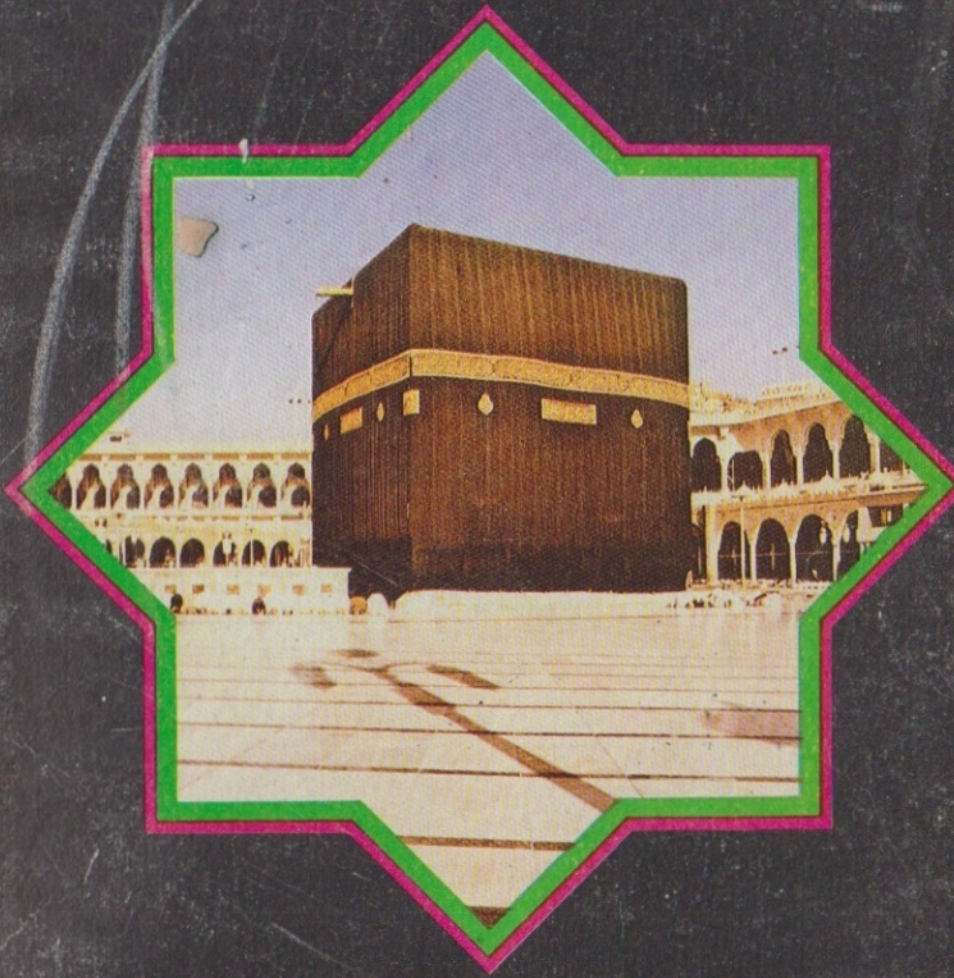

আবদুস শাকুর খন্দকার

المملكة العربية السعودية : في خدمة الحرمين الشريفين

حقائق ومعلومات

(في اللغة البنغالية)

হারামাইন শরীফাইনের সেবায়
সউদী আরব
তথ্য ও পরিসংখ্যান

সংকলন ও অনুবাদ

আবদুস শাকুর খন্দকার

www.pathagar.com

হারামাইন শরীফাইনের সেবায় সউদী আরব
তথ্য ও পরিসংখ্যান

প্রকাশনায়ঃ
রাজকীয় সউদী আরব দূতাবাস
গুলশান, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশঃ
রজব- ১৪০৮ হিজরী
মার্চ, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রণেঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮ / ২ বাংলা বাজার
ঢাকা — ১১০০

মুল্য ঃ
দশ টাকা মাত্র

Saudi Arabia in the service of Haramine Sharifaine: Facts and figures. Compiled and Translated by Abdus Shakur Khandakar published by the Royal Embassy of Saudi Arabia. Gulshan, Dhaka, Bangladesh 1988 . price TK 10'00

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
পূর্বাভাস	৯
প্রকল্প ও সেবা	১২
জমজম	১৬
হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ	১৯
যোগাযোগ ব্যবস্থা	২৫
চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা	২৯
কতিপয় মসজিদ উন্নয়ন ও হাজী ক্যাম্প নির্মাণ	৩৪
খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় দ্রব্য সরবরাহ	৩৬
কা'বা শরীফের পবিত্র গিলাফ তৈরীতে সউদী আরব	৪২
হাজীদের সেবক মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ

ভূমিকা

মক্কা মুকাররমার পবিত্র কাবাগৃহ ও মসজিদে হারাম, মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী ও রওজা মুবারক এবং ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের জন্য সউদী আরবের মাটিকে নির্বাচিত করে আল্লাহতায়ালা দেশটিকে বিশেষ মর্যাদা ও অনুগ্রহ দান করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজ আল-সউদ হারামাইন শরীফাইন বা পবিত্র মসজিদদ্বয়ের সেবাকে গোঁড়া থেকেই তাঁর সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হিসেবে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহের সেবাকে প্রাধান্য দেয়ার যে মহান ঐতিহ্যের তিনি সুচনা করেন তাকে আরো বিকশিত, পরিপুষ্ট ও সুদুর প্রসারী করে তুলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সউদী আরবের বর্তমান শাসক বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ। দেশের শাসনভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরই বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ পবিত্র মসজিদদ্বয়ের সেবায় নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করে দেন যে, তিনি রাজপরিবারের ঐতিহ্যবাহী হিজম্যাজেষ্টি উপাধিটি বর্জন করে স্বেচ্ছায় নিজের জন্য 'খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন' বা পবিত্র মসজিদদ্বয়ের সেবক-এর মত সাধারণ একটি পদবী বেছে নেন। বিনয় প্রকাশক কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এ সাদাসিধা পদবিটি গ্রহণের মাধ্যমে তিনি এ কথাটিই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সউদী জনগণের নেতার সবচেয়ে বড় সম্মান ও কর্তব্য হচ্ছে হারামাইন শরীফাইনের খিদমত।

সম্মানিত পাঠকদের পুর্বাহ্নেই আমি এখানে যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তা এই যে, সউদী আরবের জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁর জমিনে গচ্ছিত সম্পদের ভান্ডার খুলে দেয়ার পর এর প্রতিষ্ঠাতা-শাসক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজ সর্বাগ্রে এ সম্পদের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করেন হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে বাস্তবায়নের কাজে। বলাবাহুল্য, ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী এসব প্রকল্পের কাজে হাত দেন তিনি এমনকি তার প্রিয় নতুন রাজধানী শহর রিয়াদেরও উন্নয়ন কাজ শুরু করার আগে।

১৯৭১ সালের গোঁড়ার দিকে তেলের মুল্যবৃদ্ধির ফলে সউদী আরবের জাতীয় আয় বহুগুণে বেড়ে যাবার পর সউদী সরকার হারামাইন

www.pathagar.com

শরীফাইনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং সম্মানিত হাজীদের সেবায় খরচের মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেন। ১৯৮২ সাল নাগাদ অনধিক এক যুগ সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বমোট সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা। এ বছরই সউদী আরবের শাসনভার গ্রহণ করেন দেশের বর্তমান শাসক খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত (৮২— ৮৭) মাত্র ছয় বছরে হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের পবিত্র স্থানসমুহের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হয়েছে সর্বসাকুল্যে ২২ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। হারামাইন শরীফাইনের সেবায় বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ যে কতটুকু উৎসর্গীকৃত প্রাণ খরচের এ বিস্ময়কর অঙ্ক থেকেই তা কিছুটা আঁচ করা যায়।

বক্ষ্যমান এ পুস্তিকা পাঠে সম্মানিত পাঠকবর্গ স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন যে, সউদী আরবের নেতৃবৃন্দ ও জনগণ হারামাইন শরীফাইনের সেবাকে তাঁদের সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং এজন্য ব্যয় করতে পারাকে তাঁদের সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করে থাকেন। অনুরূপ মনোভাব পোষন ও তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার পেছনে তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, যিনি তাঁর প্রিয় গৃহকে তাঁদের দেশের মাটিতে স্থাপন করেছেন এবং আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, এ পবিত্র গৃহ হবে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান এবং তওয়াফকারী, ইবাদতকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের আশ্রয়স্থল। আল্লাহর এ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সউদী সরকার ও জনগণ কতটুকু তৎপর ও সংকল্পবদ্ধ আমার বিশ্বাস প্রতিটি হাজী, উমরাহকারী ও যিয়ারতকারী ভাই তা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। আর যেসব ভাইয়ের দেখার সুযোগ হয়নি তারাও নিশ্চয়ই তাদের ভাইদের কাছ থেকে শুনে বা পত্র-পত্রিকায় পড়ে এ বিষয়ে উত্তম রূপে অবগত রয়েছেন।

এমনিভাবে, শ্রদ্ধেয় পাঠক এ পুস্তিকার পত্রে পত্রে আপনি আরো দেখতে পাবেন যে, সউদীদের নিকট হারামাইন শরীফাইন ও হাজী ভাইদের খিদমত একটি প্রতিজ্ঞা, একটি কর্তব্যকর্ম ও একটি ব্রত হিসেবে বিবেচিত। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সংগে তাঁদের এ প্রতিজ্ঞা পুরণে এবং কর্তব্যকর্ম ও ব্রত পালনে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটি তাদের নিকট ধ্বনিসর্বস্ব বা শূন্যগর্ভ কোন শ্লোগান নয় যা অকল্যাণ, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ডেকে আনতে পারেনা। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আবদুল লতিফ আবদুল্লাহ আল-মাইমানি,
বাংলাদেশে নিযুক্ত সউদী আরবের রাষ্ট্রদূত।

www.pathagar.com

আল্লাহর মসজিদসমূহকে তাঁরাই আবাদ করে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও ভয় করেনা। তাঁদের সম্পর্কেই এ আশা পোষণ করা যায় যে, তাঁরা হিদায়েত প্রাপ্ত হবে। (সুরা তওবা, আয়াত ১৮)

হজ্জের মাসসমূহ তো সর্বজনবিদিত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে (তার জানা থাকা উচিৎ যে) হজ্জে কোন অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ ও ঝগড়া-বিবাদ নেই। আর যে ভাল কাজই তোমরা করনা কেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করতে থাক, (আর জেনে রাখ) আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমাকেই ভয় কর। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৯৭)।

স্মরণ কর, আমরা এ ঘরকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, মকামে ইবরাহীম (ইবরাহীমের ইবাদতের স্থান)—কে তোমরা সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর। আর ইবরাহীম ও ইসমাইলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তাওয়াফ, ইবাদত ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য আমার এ ঘরকে যেন পবিত্র করে রাখে। (সুরা বাকারা, আয়াত ১২৫)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বাভাস

১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মের পর থেকেই আধুনিক সউদী আরব ইসলাম ও মুসলমানদের নিকট পবিত্রতম ও প্রিয়তম স্থান হিসেবে বিবেচিত মক্কা মুকাররমার মসজিদুল হারাম এবং মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। বিশ্বের প্রধান তিনটি মহাদেশের সংগমস্থলে অবস্থিত উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর ও পূর্বে আরব উপসাগর বেষ্টিত আরবীয় উপদ্বীপ, যার প্রায় চার পঞ্চমাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে আজকের সউদী আরব, ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও ষ্ট্রাটেজিক দিক থেকে স্মরণাতীত কাল থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকারী। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনকেন্দ্রে অবস্থিত মরুভূমি প্রধান ও দুর্দমনীয় মানবগোষ্ঠি অধ্যুষিত আরবীয় উপদ্বীপের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতম পরিচয় তার ভৌগোলিক অবস্থানে নয়, বরং অন্য কোথাও। সেটি হলো, এ উপদ্বীপেরই একটি বিশিষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ ভূখন্ড, বিশ্বজগতের মধ্যমনি, মনুষ্য সমাজের আদি বাসস্থান এবং ইসলামের প্রথম ও শেষ ঠিকানা পবিত্র 'মক্কা নগরী'। এখানেই আবির্ভূত হয়েছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, মানবতার মুক্তির দিশারী, সত্যানুসারীদের নেতা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। বিশ্বে আসমানী রিসালতের সমাপ্তি ও বিশ্ব ধর্ম ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণার জন্য আল্লাহর শেষ ওহী ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আলকোরআনের' বাণীসমূহ নিয়ে শত সহস্রবার অবতরণ করেছেন স্বর্গীয় দূত হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালাম।

আধুনিক সউদী আরব তাই অন্য সব পরিচিতিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত এ মহান পরিচয়কে আপনার জাতীয় পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নাহকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতের পাশাপাশি ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহের ও আল্লাহর মেহমানদের সেবাকে অন্যতম প্রধান জাতীয় কর্তব্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনকে সউদী সরকার ও জনগণ তাঁদের কোন বাড়তি ঝামেলা মনে করেন না, বরং তাঁদের ঈমানের দাবী এবং দৈনন্দিন জীবনের অবচ্ছেদ্য অংগ বলে বিশ্বাস করে থাকেন।

www.pathagar.com

একথার প্রমাণ হিসেবে এ বাস্তবতার উল্লেখই যথেষ্ট যে, আধুনিক সউদী আরবের জনক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজ আল সউদের শাসনামল থেকে খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশা ফাহদের শাসনকাল পর্যন্ত ছয় দশকেরও কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন দু'টি মাত্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের খরচ তৎপূর্বে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর আমল থেকে তুর্কী সুলতান আব্দুল হামীদের সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩০০ বছরে সম্পন্ন সবগুলো সম্প্রসারণ কাজের সম্মিলিত খরচের দ্বিগুণেরও বেশী। তাছাড়া, প্রকৃতি ও পরিধির দিক থেকে সউদী সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং পূর্ববর্তী সম্প্রসারণ কাজগুলোর মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে অনেক। বস্তুতঃ অতীতের সম্প্রসারণ কাজগুলো সীমাবদ্ধ ছিল পবিত্র মসজিদদ্বয়ের পুনঃনির্মাণ বা প্রশস্ত করণের মধ্যে, যাতে একসংগে অধিক মুসল্লীর নামাজ আদায় করতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়। পক্ষান্তরে, সউদী সম্প্রসারণ প্রকল্প দুটির, চাই একযুগ আগে সমাপ্ত প্রথমটিই হোক কিংবা বর্তমানে চালু দ্বিতীয়টিই হোক, উভয়টিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রয়েছে হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সম্মানিত হাজী, উমরাহকারী ও যিয়ারতকারীদের সেবার পাশাপাশি একাধিক বহুমুখী প্রকল্প। তাছাড়া, সউদী প্রকল্পগুলোর পরিধি ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হারামাইন শরীফাইনের সংস্কার ও উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আরাফাত, মিনা এবং মুজদালিফাকেও এগুলোর আওতায় আনা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এসব স্থানের জন্য আলাদা পরিকল্পনাও গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

সউদী প্রকল্পগুলোর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে হাজীদের জন্য মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ঠান্ডাপানি ও পানীয় সরবরাহ, খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ এবং পথচারী ও যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও ওভার ব্রীজ নির্মাণ। ইহা ছাড়াও রয়েছে একদিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী, অগ্নি নির্বাপন, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় সেবা এবং অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সাধারণ জনকল্যাণ ও পাবলিক ইউটিলিটি সংক্রান্ত অগনিত নাম না জানা বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির জন্যই গ্রহণ করা হয়ে থাকে পৃথক পৃথক প্রকল্প, খরচ করা হয় কোটি কোটি টাকা। আর শুধু হজ মওসুমে নয়, বরং সংবৎসর এসব প্রকল্পের প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে সরকারের একাধিক মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাই বলা যায়, হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহের এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত আল্লাহর

www.pathagar.com

মেহমানদের সেবা সউদী সরকার ও জনগণের কোন মৌসুমী বা অতিরিক্ত দায়িত্ব নয়, বরং তা তাঁদের সাংবৎসরিক ও জাতীয় কর্মকান্ডের এক অব্যাহত, অবিরাম ও অন্তহীন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিগত অর্ধশত বছরে আধুনিক সউদী আরব তার তেলের আয় থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে তা অতীতের সব যুগের সম্মিলিত খরচের চেয়ে কেবল বহুগুণ বেশীই নয়, বরং তা রীতিমত বিস্ময় উদ্রেককারী। বক্ষ্যমান এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য সম্মানিত পাঠকবর্গকে উপরোল্লেখিত বিষয়াদি সমপর্কে একটি পরিস্কার ধারণা দেয়া, যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সউদী আরবের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কারো কোনরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে এবং পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্বেষী ও অন্তরে রোগগ্রস্তদের কুৎসা রটনা ও মিথ্যা প্রচারণায় কেউ বিভ্রান্ত না হন।

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সউদী আরবের সরকার ও জনগণ ইসলামী উম্মাহর কল্যাণ, হারামাইন শরীফাইনের উন্নয়ন এবং আল্লাহর মেহমানদের সেবায় এ পর্যন্ত যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, বর্তমানে করে যাচ্ছেন ও ভবিষ্যতে করবেন, তাকে তাঁরা নিজেদের কোন বদান্যতা বা মহানুভবতা বলে মনে করেন না এবং এজন্য কারো নিকট থেকে কোন প্রশংসা বা প্রতিদান পাবারও প্রত্যাশা করেন না। বরং এর মাধ্যমে তাঁরা জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করেন। অন্ততঃ সউদীদের কথা, কাজ ও আচরণ থেকে একথারই সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অথবা বলা যায়, অন্য কোন কিছুর প্রমাণ এমনকি আভাসও পাওয়া যায়নি।

তবে আপনাদের হাতের এ পুস্তিকার লক্ষ্য উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে যুক্তি পরিবেশন করা নয়, বরং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ এবং যুবরাজ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজীজের নেতৃত্বে সউদী আরবের সরকার ও জনগণ হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থানের উন্নয়ন এবং হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সউদী আরবে আগত আল্লাহর মেহমানদের সেবায় যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তার দু-একটি উল্লেখযোগ্য দিক বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। যেন আপনারা নিজেরাই নিরপেক্ষভাবে ও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে নিজেদের জন্য সউদী সরকার ও জনগণ সমপর্কে একটি রায় কায়েম করতে পারেন এবং তা পরিপূর্ণ আস্থার সাথে অন্যদের নিকট প্রয়োজনবোধে প্রকাশও করতে পারেন।

www.pathagar.com

প্রকল্প ও সেবা

প্রথমেই এখানে আমরা উল্লেখ করবো দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর মেহমানদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য সউদী আরব সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের কথা। কারণ, পবিত্রভূমিতে অবস্থানকালে সম্মানিত হাজী, উমরাহকারী ও যিয়ারতকারীদের সবচেয়ে বেশী আবশ্যক যে জিনিসটির সেটি হচ্ছে সেবা। সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় সব ধরণের সেবা। এজন্যই খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজের সরকার সমগ্র শক্তি, যোগ্যতা ও আন্তরিকতা দিয়ে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র মসজিদদ্বয় ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের সেবায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পন করে দিয়ে অকাতরে দেশের সমপদ ব্যয় করে যাচ্ছেন। তাও দায়সারা গোছের নয়, আপতিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার মনোভাব নিয়ে নয়, বরং বিরাট বিরাট প্রকল্প গ্রহণ করে এগুলোর বাস্তবায়নে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছেন। দুঃসাহসিক ও সুদুর প্রসারী এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন; সড়ক, সেতু, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, অভ্যর্থনাকেন্দ্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ; পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ; ব্যবহৃত পানি নিস্কাশন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। তাছাড়া হজ্জ মৌওসুমে আইন-শৃঙখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং গৃহীত ব্যবস্থা যেন সঠিকভাবে কাজ করে সেজন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ। উদ্দেশ্য, বিদেশ বিভূঁইয়ের অপরিচিত পরিবেশে হাজীরা যেন নিজেদের অসহায় না ভাবেন এবং নিরাপদে হজ্জের কাজগুলো সমপাদন করতে পারেন।

হারামাইন শরীফাইন ও ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাদশাহ ফাহদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও কৌতুহল এত বেশী যে, এগুলো তিনি পুঙখানুপুঙখরূপে পরীক্ষা করে দেখেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এ নিয়ে মত বিনিময় করেন এবং যথা সময়ে নিরীক্ষা ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একাধিকবার তিনি মক্কা-মদীনাসহ ইসলামের পবিত্রস্থানসমূহের এবং আল্লাহর মেহমানদের সেবার সুযোগ পাওয়াকে নিজের মর্যাদা ও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র মসজিদ দ্বয়ের সেবা, পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত

www.pathagar.com

রাখতে তিনি তাঁর ও তাঁর সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথাও বিভিন্ন সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষনা করেছেন।

এ প্রসংগে বাদশাহ ফাহদের একটি উক্তি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "সউদী আরব সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠাতা পিতা মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজের শাসনামল থেকে আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইনের প্রকল্পসমূহে মুক্ত হস্তে খরচ করার দায়িত্বভার সেই যে আপনার স্কন্ধে তুলে নিয়েছে আজো তা বহন করে চলেছে এবং চিরদিন বহন করে যাবেন। আমাদের জাতীয় আয় থেকে, সরকারী কোষাগার থেকে এ খরচ চালিয়েই যাব যতদিন না আমাদের তৃপ্তি মিটে, সন্তুষ্টি আসে। কেননা, এ দায়িত্ব ভার একটি মর্যাদা এবং স্বয়ং আল্লাহতাআলা মর্যাদার এ মুকুট আমাদের শিরে পরিয়ে দিয়েছেন। এ মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তিনি আমাদের আহবান জানিয়েছেন। তাঁর এ আহবানে আমরা সাড়া দিয়েছি"।

খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন অন্য একস্থানে বলেন, 'আমাদের যা আছে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে হারামাইন শরীফাইনের সেবা করে যাবার পশ্চাতে যে জাদুর কাঠিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে, সেটি হচ্ছে আমাদের অন্তরের বিশ্বাস। আমাদের এ বিশ্বাস যে, আমরা হারামাইন শরীফাইনের খাদেম। যে দুটোর একটি বিশ্বের মুসলমানদের কিবলা, তাঁদের হৃদয়ের স্পন্দন, বিশ্বনবীর জন্ম, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের সাক্ষী এবং অপরটি তাঁর আশ্রয়স্থল ও চিরবিশ্রামের স্থান। আমাদের সেবার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট আমরা কোন প্রতিদান বা প্রশংসার প্রত্যাশী নই।'

সউদী সরকার ও জনগণের এ মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা বিগত বছরগুলোতে বাস্তবায়িত হারামাইন শরীফাইনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্পসমূহে। এগুলো বাস্তবায়নের ফলে পবিত্র মসজিদদ্বয়ের মুসল্লী ধারণ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর বাদশাহ ফাহদ আবার নির্দেশ জারী করেছেন মসজিদুল হারামের মেঝে আরো সমতল আরামপ্রদ ও আকর্ষনীয় করে পুনঃনির্মাণ করার জন্য। যেন মসজিদের অভ্যন্তরে আরো অধিক সংখ্যক মুসল্লী এক সংগে নির্ঝঞ্ঝাট নামাজ আদায় করতে পারেন। এতদসংগে তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন অতিবৃদ্ধদের মসজিদুল হারামে নিয়ে যাবার জন্য 'স্বয়ংক্রিয় চলন্ত সিড়ি পথ' নির্মাণ করতে। বিরাট এ ব্যয়বহুল পরিকল্পনার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। ১৪০৫ হিজরী মুতাবেক

www.pathagar.com

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের রমযান মাস থেকে মুসল্লীগণ এ পরিকল্পনার উপকার পেতে শুরু করেছেন। এ বছরই মসজিদুল হারামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৮০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক মুসল্লী এক সংগে নামাজ আদায় করার সুযোগ পান। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হবার পর সম্প্রতি সম্প্রসারণের আর একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। হারামশরীফের পার্শ্ববর্তী 'ছোট বাজার' এলাকাকে অত্র পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবার পর হারাম শরীফে এক সংগে ১ লক্ষ ১৫ হাজার মুসল্লী নামাজ আদায় করার সুবিধা পাবেন।

অপরদিকে, নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্‌ভাবিত সর্বাধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করে মসজিদে হারামের দেয়ালে ও স্তম্ভে মর্মর প্রস্তর পুনঃসংযোজনের কাজটিও ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এছাড়াও সম্প্রতি পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে হারাম শরীফের দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটর। মাতাফ বা তওয়াফের স্থানের চতুর্দিকের কাঠের বেষ্টনী উঠিয়ে তৈরী করা হয়েছে দামী মর্মর প্রস্তরের বেষ্টনী। এসব ছোটখাটো প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বমোট খরচ হয়েছে ২৫ কোটি টাকা।

তওয়াফের স্থান চিহ্নিতকরণ ঃ

হারামাইন শরীফাইন বিষয়ক পরিদপ্তর কেন্দ্রীয় উলামা পরিষদের সহযোগিতা ও পরামর্শক্রমে বিগত হজ্জ মওসুমের পূর্বেই বিশেষ সাবধানতা ও যত্ন সহকারে মাতাফ বা তওয়াফের স্থান এবং তওয়াফ শুরু ও শেষ করার স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন। কোথা থেকে তওয়াফ শুরু করতে হবে আবার কোথায় গিয়ে শেষ করা হবে, হারামাইন পরিষদ তাও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর থেকে হারামের অলিন্দ পর্যন্ত প্রস্থে বিশ সেন্টিমিটার স্থান জুড়ে ভিন্ন বর্ণের মর্মর পাথর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন ভিড়ের দরুন কাবাঘর থেকে অপেক্ষাকৃত দুরবর্তী স্থান দিয়ে যাঁরা তওয়াফ করবেন তাঁদেরও কোন অসুবিধা না হয়।

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হারাম শরীফের রক্ষনাবেক্ষন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা, ছোটখাটো মেরামত ইত্যাকার কাজ সমপন্ন করা হয় বাৎসরিক ঠিকাদারির ভিত্তিতে। এ বাবদ প্রতিবছর খরচ হয় প্রায় ৩০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, হজ্জ এবং উমরাহ পালনে আল্লাহর মেহমানদের সহায়তা দানেও হারামাইন শরীফাইন বিষয়ক পরিদপ্তরের ভূমিকার কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিদপ্তর হজ্জ মওসুমে ও রমযান মাসে সাধারণ হাজী ও উমরাহকারীদের হজ্জ ও উমরাহর কার্যাবলী আদায়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য

www.pathagar.com

সাময়িক চুক্তি–র ভিত্তিতে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। সউদী আরবে তাঁদের বলা হয় মুরাফিক বা মুরশিদ। পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হারাম শরীফে সারা বছর তালীম তাদরীস এবং ওয়াজ–নসীহত কর্মসূচীও পরিচালিত হয়। ধর্মীয় এ কর্মসূচীর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য হারাম শরীফে স্থায়ী অফিসও রয়েছে। এ অফিসের কর্মকর্তারা শিফটের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ২৪ ঘন্টাই কাজ করে থাকেন। এ কর্মসূচীর অধীনে কিছু সংখ্যক মুহাক্কিক আলেমও রয়েছেন, যাঁরা সর্বক্ষণ হারাম শরীফে, উপস্থিত থেকে হাজী ও উমরাহকারীদের যেকোন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। সীমাহীন ত্যাগ–তিতীক্ষা স্বীকার করে দুর দুরান্ত থেকে হজ্জ বা উমরাহ করতে এসে কোন মুঁমিন–মুসলিম ভাই কেবলমাত্র পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের কারণে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে যাবেন, তা কোন অবস্থায়ই কাম্য হতে পারে না।

তাই সউদী সরকার হাজী ও উমরাহকারীদের জাগতিক সুখ–সুবিধা এবং আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখার সংগে সংগে তাঁদের রূহানী বা দ্বীনি কামিয়াবীর প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। সউদী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হজ্জ গাইডদের সহায়তায় সঠিকভাবে হজ্জ আদায় করে প্রতিটি মুঁমিন ভাই, 'হজ্জে, মক'বুল' বা 'হজ্জে মবরুর' নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন এটাই তাঁদের কাম্য। আমাদের রসুল (সঃ) বলেছেন, "হজ্জে মবরুরএর একমাত্র প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।" রসুলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করলো কিন্তু কোন মিথ্যা বললোনা এবংঅন্যায় করলোনা, সে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।"

www.pathagar.com

জমজম

জমজম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম, প্রসিদ্ধতম ও প্রাচীনতম কূপ। জমজমের পানি মানব জাতির নিকট সর্বোত্তম ও পবিত্রতম পানি হিসেবে বিবেচিত। এ পানি সর্বপ্রকার রোগ জীবাণু এবং ক্ষতিকর উপাদান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অতি বেগুণী রশ্মি বা আলট্রা ভায়োলেট রে-এর সাহায্যে পানি জীবাণুমুক্ত করা হয়। আর পানি জীবাণুমুক্ত করার এটিই সর্বাধুনিক পদ্ধতি। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে মা হাজেরা সহ মক্কার নির্জন প্রান্তরে নির্বাসিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতের ফলে আল্লাহর বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট হয়েছিল জমজম কূপ। জমজম মানে যথেষ্ট, প্রচুর। হাজার হাজার বছর যাবৎ জমজম থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। কোনদিন এর পানি শুকিয়ে যায়নি বা কম পড়েনি। জমজম থেকে উত্তোলিত পানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সউদী কৃষি মন্ত্রণালয় একাধিকবার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে জরিপকার্য পরিচালনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জমজম থেকে প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে আঠার লিটার পানি উত্তোলন করা হয়। অপরদিকে হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী হজ্জের মওসুমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক জমজমের পানি পান করে থাকেন।

এ কূপ থেকে পানি উত্তোলন করার জন্য বর্তমানে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা হয়। উত্তোলন ছাড়া জমজমের পানি সংরক্ষণ, শীতলকরণ এবং পরিবহনের জন্যও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেয়া হয়। হারাম শরীফ এবং তার আশপাশের এলাকা ছাড়াও পবিত্র স্থান সমূহের বিভিন্ন এলাকায় এ পানি সরবরাহ করার জন্য রয়েছে বিশেষ নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থা। জমজমের পানি যে কেবল মক্কা-মদীনার লোকেরা বা প্রতি বছর পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত লক্ষ লক্ষ হাজী, উমরাহকারী ও যিয়ারতকারীরাই পান করে থাকেন তাই নয়, বরং তাঁদের মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার পরিবার এ পানি পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর মো'জেযা এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিস্ময় জমজম কূপের

www.pathagar.com

পানি উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আধুনিক সউদী আরব এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। জমজমের নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা কিছু দরকার সব ব্যবস্থাই সউদী সরকার গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর মেহমানদের নিকট এ পবিত্র পানি সহজলভ্য করে দেয়ার লক্ষ্যে গতানুগতিক ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সউদী সরকার ও জনগণ এ ক্ষেত্রে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সেদিনও জমজমী নামে পরিচিত পানি পরিবেশনকারী লম্বা মুখওয়ালা চামড়ার মশকে করে ঘুরে ঘুরে মানুষদের পানি পান করাতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এখন আপনি হারাম শরীফের যেখানেই থাকুন না কেন, চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকালেই দেখবেন নাগালের মধ্যেই রয়েছে ঠাণ্ডা পানির আধার বা ওয়াটার কুলার। পুরো হারাম এলাকায় রয়েছে এ ধরনের পাঁচ হাজার ওয়াটার কুলার। তাছাড়া বাড়ির জন্য কনটেইনারে জমজমের পানি ভরে আনতে হারামের ভিতরে ও বাহিরে রাখা আছে প্রচুর সংখ্যক মিনি ট্যাংক। রমযান মাসে মক্কার দূরবর্তী এলাকা এবং অন্যান্য পবিত্র শহরের অধিবাসীদের নিকট জমজমের পানি পৌঁছে দেবার জন্য রয়েছে প্রচুর সংখ্যক লরী। এ লরীগুলোতে পানি ভরার জন্য হিজলা নামক স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে একটি বিরাট ষ্টেশন।

জমজমের আধুনিক ইতিহাস দু'টি পরিচ্ছন্নতা অভিযান অবলোকন করেছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পন্ন হয় ১৪০০ হিজরীতে মরহুম বাদশাহ খালেদের শাসনামলে। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত দুজন পেশাদার ও অভিজ্ঞ ডুবুরীর সাহায্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে জমজমের উৎসস্থল আবিষ্কার করার জন্য তাঁরা দু'দুবার ডুব দেন। কিন্তু দুবারই তাদের কম্পাস অকেজো হয়ে যায়। অর্ধ ঘন্টাকাল কূপের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান কাজ চালিয়েও তারা এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হন। তবে এতটুকু জানা যায় যে, কূপটি লম্বভাবে ৯ মিটার (সাড়ে ২৯ ফুট) গভীর। অতঃপর ইহা তিনটি রহস্যময় শাখায় বিভক্ত হয়ে কাবাঘর, সাফা ও মারওয়ার দিকে চলে যায়। তাঁরা অবশ্য কূপ থেকে অনেক মূল্যবান তৈজসপত্র ও স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে আনেন।

অপরদিকে হারামাইন শরীফাইন পরিদপ্তর বিশেষ ব্যবস্থার অধীন বছরের প্রতিদিনই মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে জমজমের পানি সরবরাহ করে থাকেন। দেশ-বিদেশ থেকে আগত রওজা মুবারক যিয়ারতকারীদের এ পবিত্র পানি পান করার সুযোগ দানই এ খিদমতের উদ্দেশ্য। তাছাড়া শুধু সাদা পানি নয়, জমজমের পানি দ্বারা বরফ তৈরী করেও তা আল্লাহর মেহমানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

রয়েছে। এজন্য অবশ্য সম্প্রতি আলাদা ফ্যাক্টরীও নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ফ্যাক্টরীতে জমজমের পানি ব্যতীত কখনো অন্য কোন পানি ব্যবহার করা হয় না। এভাবেই জমজমের পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। গত বছর আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জমজমের পানি সরাসরি ঠাণ্ডা করে বিশেষ ব্যবস্থার অধীন আল্লাহর মেহমানদের মধ্যে বণ্টন করার একটি স্বতন্ত্র প্রকল্পও বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

প্রসংগতঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হারামাইন শরীফাইনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিটি কাজের আকৃতি এবং পরিধিই বৃহৎ ও ব্যাপক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এজন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বরং কিছু বেশীই যত্ন নিয়ে থাকেন। এ প্রসংগে এখানে উদাহরণ স্বরূপ মসজিদুল হারামের আলোক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। মসজিদুল হারামকে আলোকিতকরণের জন্য রয়েছে ৫৫ হাজার বাল্ব, অগণিত সার্চলাইট এবং এক হাজার চারিশত ঝাড়বাতি। তাছাড়া রয়েছে ৬ হাজার বৈদ্যুতিক পাখা এবং ৪৫০ টি ঘড়ি। সবগুলো ঘড়িই আবার একটি কেন্দ্রীয় মাতৃঘড়ির সংগে সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়াও হারাম শরীফে রয়েছে বহু সংখ্যক সুন্দর সুন্দর ও দামী ঘড়ি। তম্মধ্যে তিনটি ঘড়ি মিনার সদৃশ। এক একটির উচ্চতা ১৬ মিটার। হারাম শরীফের তিন দিকে স্থাপিত এ ঘড়িগুলো তিন-তিনটি ভাষায় সময় প্রকাশ করে এবং রাত্রি বেলা আলোক বিচ্ছুরণ করে। মসজিদে হারামের মা'যানা বা মিনারগুলোতে রয়েছে ১৪টি সার্চ লাইট। রাতের আঁধারে এ গুলো থেকে বিচ্ছুরিত সবুজ আলো বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

www.pathagar.com

হারামাইন শরীফাইনের সম্প্রসারণ

মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ ঃ

আধুনিক সউদী আরব এ পর্যন্ত মক্কার মসজিদুল হারামের দু'দুটি সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে একটির কাজ শেষ হয়েছে, অন্যটি চলছে। প্রথম প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজের শাসনামলে। খন্ড-বিখন্ড ও পরস্পর বিবদমান আরবীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করে এ নবীন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর পরই তিনি মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন সংক্রান্ত একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নির্দেশ দেন। ১৩৭৫ হিজরী সালে জারীকৃত একটি রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তত্বাবধায়ক কমিটি গঠণ করা হয় এবং তার উপর প্রকল্পটির দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়। একাধিক অংশ ও পর্যায়ে বিভক্ত এ প্রকল্পটির কাজ শেষ হয় ১৩৯৬ হিজরীতে। এ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগের তুলনায় মসজিদুল হারামের আয়তন দাঁড়ায় পাঁচ গুণ। তাছাড়া এতে মুসল্লীদের জন্য সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয় উল্লেখযোগ্যভাবে।

তবে এ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে আধুনিক নির্মাণ শিল্পের কলাকৌশল প্রয়োগ করা হলেও হারাম শরীফের পুরনো ইমারতগুলোর ঐতিহ্যগত ইসলামী স্থাপত্য রীতিতে কোনরূপ বিকৃতি ঘটানো হয়নি। বরং তাতে ইসলামী স্থাপত্য রীতি ও আধুনিক নির্মাণ কৌশলের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আত্মীয়করণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে সেই আমলের ৫৩০ কোটি টাকা। এখানে প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কালো সোনা হিসেবে আখ্যায়িত তেল সম্পদের একটা বিরাট অংশ হারামাইন শরীফাইন ও ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের উন্নয়নে ব্যয় করার নীতি সর্বপ্রথম মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজের আমলেই গৃহীত হয়।

সউদী আমলে মসজিদুল হারামের দ্বিতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয় ১৪০৪ হিজরী সালে। ১৪০৪ হিজরীর ২৪শে সফর খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি রাজকীয় ফরমান জারী করেন। ফরমানটির বিষয়বস্তু ছিল, গৃহীত প্রকল্পটি কার্যকরী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রকল্প বাস্তবায়নের

www.pathagar.com

পথে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতার অপসারণও ছিল ফরমানটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে মাতাফ বা তওয়াফের স্থানে বিদ্যমান সব পুরনো কাঠামো ভেংগে ফেলে মাতাফ সম্প্রসারিত করা হয়। অবশ্য মকামে ইব্রাহিমকে উক্ত অপারেশনের আওতা–বহির্ভূত রাখা হয়। মকামে ইব্রাহিমকে স্থানচ্যুত করা হয়নি বা এতে কোন পরিবর্তনও আনা হয়নি। বরং ইহা একটি সুদৃশ্য কাঁচের আধারে সংরক্ষিত করে দর্শকদের দেখার সুবিধার জন্য পূর্ববর্তী স্থানে রেখে দেয়া হয়।

প্রশস্ত করা ছাড়াও তওয়াফের স্থান বা মাতাফের মেঝেতে বিছানো হয়েছে বিশেষ ধরনের মর্মর প্রস্তর। এগুলো সূর্যতাপ ধারণ করেনা। দিবসের যে কোন সময়, গ্রীষ্মের দুপুরের প্রখর রৌদ্রে তওয়াফকারী এখন যতবার ইচ্ছা আরামসে কাবাঘর তওয়াফ করতে পারেন। একটুও কষ্ট হবে না, রৌদ্রের একটু আঁচও গায়ে অনুভূত হবে না। সত্যিই এটি একটি বিরাট খিদমত। হজ্জ সম্পাদনে সম্মানিত হাজীদের কষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করার জন্যই বিপুল অর্থ ব্যয়ে বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ এ কাজটি করে দিয়েছেন। তাছাড়া সায়ীকারীদের অসুবিধা না ঘটিয়ে মুসল্লীদের সাফা–মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তিনি ছয়টি ওভারব্রীজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। গত বছর এগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ছয়টি ব্রীজ দিয়ে এখন এক সংগে প্রচুর সংখ্যক মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করতে পারেন এবং নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে পারেন।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ঃ

সউদী শাসনামলে মদীনার মসজিদে নববীর যে পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রকল্প গৃহীত হয় তম্মধ্যে চারটির কাজ আগেই শেষ হয়েছে এবং বর্তমানে পঞ্চমটির কাজ চলছে। ১৪০৫ হিজরীর ৯ই সফর খাদেমুল হারামাইন আল–শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ স্বহস্তে এ সম্প্রসারণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। বৃহৎ এ প্রকল্পটি মুলতঃ বাদশাহ ফাহদের ব্যক্তিগত আগ্রহ এবং উদ্যোগেই গ্রহন করা হয়। শেষ হবার পর এটি হবে বাদশাহ ফাহদের শাসনামলের একটি স্মরণীয় কীর্তি ও অনুপম সাফল্য। এটি হবে তাঁর এমন এক কৃতিত্ব যার ফলে বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবার পর সম্প্রসারিত মসজিদে নববীর সর্বমোট আয়তন দাঁড়াবে ৮৪ হাজার বর্গমিটার। বর্তমান আয়তনের চার গুণ। এ

www.pathagar.com

সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে বর্তমান মসজিদের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে। তা শুধু মসজিদের এলাকা প্রসারিত করা নয় বরং এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ মুসল্লীদের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিও। তাছাড়াও হজ্জ এবং উমরাহ মওসুমে সমাগত অতিরিক্ত লোক সংকুলানের জন্য জায়গা তৈরী করাও প্রকল্পের আওতাভুক্ত রয়েছে। মুল মসজিদের ফাউন্ডেশন, স্তম্ভ, বীম প্রভৃতি এমনভাবে স্থাপন করা হবে যেন ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে এর উপর একাধিক তলা নির্মাণ করা যায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজের শাসনকাল থেকে ১৩৯৯ হিজরী সাল পর্যন্ত মসজিদে নববীর পর পর যে চারটি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয় এগুলোতে সর্বমোট খরচ হয়েছে ১৬৬৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির যুগে টাকার এ অঙ্ক খুব বেশী বলে মনে না হলেও আজ থেকে দুই যুগ আগে তা সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অঙ্ক ছিল।

মসজিদে নববীর প্রথম সউদী সম্প্রসারণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৩৭০ হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং সমাপ্ত হয় ১৩৭৫ হিজরীতে। এ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মসজিদে নববীর আয়তন দাঁড়ায় ১২ হাজার ২৭৫ বর্গমিটার। মরহুম বাদশাহ সউদ বিন আবদুল আজীজের শাসনামলে বাস্তবায়িত হয় দ্বিতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প। এ সম্প্রসারণের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫৬ বর্গমিটার। ফলে মসজিদে নববীর আয়তন দাঁড়ায় সর্বসাকুল্যে ১৬ হাজার ৩৩১ বর্গমিটার।

তৃতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয় ১৩৯৩ হিজরীতে শহীদ বাদশাহ ফয়সলের শাসনকালে। শেষও হয় তাঁর গৌরবদীপ্ত আমলেই। উত্তর ও পশ্চিম দিকে মসজিদে নববীর আয়তন প্রসারিত করাই ছিল এ সম্প্রসারণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মসজিদের উত্তর ও পশ্চিমে বিদ্যমান পুরনো ঘর-বাড়িগুলো ভেংগে ফেলা হয় এবং তদস্থলে নামাজের জন্য শেড তৈরী করে দেওয়া হয়। তাছাড়া মসজিদের মেঝে তৈরী করা হয় মুল্যবান মর্মর প্রস্তর দিয়ে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্প্রসারিত মসজিদে নববীর আয়তন দাঁড়ায় ৩০ হাজার ৪০৬ বর্গমিটার।

১৩৯৮-৯৯ হিজরী সালে শুরু হয় চতুর্থ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ণের কাজ। এ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন

www.pathagar.com

মরহুম বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আজীজ। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম দিকে মসজিদের সীমানা আরো বৃদ্ধি করা। এজন্য তৃতীয় প্রকল্পের অধীন নির্মিত শেডগুলোর পশ্চিমে আরো অনেক বাড়ি-ঘর ভেংগে ২২হাজার ৪০০ বর্গমিটার স্থান খালি করা হয় এবং এখানে নতুন নতুন শেড নির্মাণ করা হয়। এভাবে দু'বারে নির্মিত শেডসমুহ দ্বারা আবৃত স্থানের আয়তন দাঁড়ায় সর্বমোট ৬২ হাজার ৮০০ বর্গমিটার।

সীমাহীন ও শর্তহীন খরচঃ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশী-বিদেশী হাজার হাজার ছাত্র ও শিক্ষকদের স্মরণীয় এক বিরাট সভায় ১৪০৩ হিজরীতে খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজ একবার ঘোষণা করেছিলেন যে, মক্কা ও মদীনার হারামাইন শরীফাইনের খিদমত এবং পবিত্রভুমিতে আল্লাহর মেহমানদের সেবায় আমরা সউদীরা সীমাহীন ও শর্তহীনভাবে খরচ করে থাকি।

বলাবাহুল্য, বাদশাহ ফাহদের এ বক্তব্য প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব অবস্থারই বিশ্বস্ত প্রতিফলন। আধুনিক সউদী আরবের কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে ইসলামের পবিত্র স্থানসমুহে সংস্কার, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের যে গৌরবোজ্জ্বল স্পর্শ লেগেছে সেদিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই আমাদের নিকট উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক, ফুটপাত ও ওভারব্রীজ নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নকল্পে হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন, বিভিন্ন ধরণের প্রচুর যানবাহন সরবরাহ এবং আবাসিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়াও অন্য সব ধরণের উপকরণ ও সেবাকে আল্লাহর মেহমানদের জন্য সহজলভ্য করে দেবার পেছনে সউদী সরকার ও জনগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া কিছুই নয়।

৩১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকাঃ

আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা জনক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজ আল-সউদের কীর্তিময় শাসনামল থেকে বর্তমান আলোকপ্রাপ্ত শাসক বাদশাহ ফাহদের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের পবিত্রস্থানসমুহের উন্নয়ন এবং আল্লাহর মেহমানদের সেবায় সউদী সরকার যে বিপুল অর্থ খরচ করেছেন তার পরিমাণ ৩১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকারও

www.pathagar.com

অধিক। তন্মধ্যে বাদশাহ ফাহদের আমলের বিগত ছয় বছরেই ব্যয় হয়েছে ২২ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে পূর্ববর্তী চারজন শাসকের আমলে গৃহীত হারামাইন শরীফাইনের প্রথম চারটি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে। আপন জাতীয় আয় ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেই সউদীরা ক্ষান্ত দেয়নি, বরং যতই দিন যাচ্ছে হারামাইন শরীফাইন ও সম্মানিত হাজীদের জন্য খরচের মাত্রা তাঁরা বাড়িয়েই চলেছেন। এ ক্ষেত্রে তেলের দাম পড়ে যাওয়া বা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তারা মোটেই নিরুৎসাহিত হচ্ছেন না।

পথের দূরত্ব কমিয়ে এনে পবিত্র স্থানসমূহের মধ্যে আল্লাহর মেহমানদের চলাচল সহজতর ও আরামপ্রদ করার জন্য সউদী সরকার এ পর্যন্ত এক হাজার আশি কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮ টি সুড়ংগ পথ তৈরি করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি গাড়ি চলাচলের জন্য আর কোন কোনটি পথচারীদের জন্য। তাছাড়া হজ্জ মওসুমে আল্লাহর মেহমানদের যাতে পানির অভাবের কষ্ট করতে না হয় সেজন্য ৮০৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরকার ১৮ টি বৃহদাকার পানির ট্যাংক নির্মাণ করে দিয়েছেন। আবার ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বিভিন্ন পাহাড় ও টিলার ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার বর্গমিটার পরিমাণ উঁচু নিচু স্থান সমতল করার জন্য। এর ফলে মিনায় লোক ধারণ ক্ষমতা এবং কুরবানীর পশু জবাইয়ের জায়গা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া হজ্জ মওসুমে স্থান সংকুলান সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ১ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয় করে আল্লাহর মেহমানদের নামে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এগুলো ছাড়াও আছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, জনকল্যাণ, পার্কিং স্থান, পথচারীদের ছায়াদানসহ আরো কত নাম না জানা প্রকল্প। ছোট হোক বড় হোক, প্রতিটি প্রকল্পের ব্যয় লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি রিয়াল।

অপরদিকে অন্যান্য বছরের মত গত বছরও আল্লাহর মেহমানদের সেবা করার জন্য 'মক্কা পৌরসভা' স্বতন্ত্রভাবে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছে। এগুলোতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১০২ কোটি টাকা। গত বছর মক্কা পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচীগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ পবিত্র স্থানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখা, কুরবানীর পশু জবাইয়ের স্থান বা কসাইখানাগুলো সচল, কর্মোপযোগী ও জীবাণুমুক্ত রাখা, আবর্জনা ডিপো পরিস্কার করা, চামড়া ছাড়ানোর কেন্দ্র চালু রাখা প্রভৃতি।

এসব প্রকল্পের মধ্যে আরো রয়েছে, হজ্জের মওসুমে পবিত্র স্থানসমূহে স্থায়ী, অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান শৌচাগার সমূহ সচল ও পরিচ্ছন্ন

www.pathagar.com

রাখা। হজ্জের স্থানসমূহে বিমান থেকে পানি ও কীটনাশক ঔষধ ছিটানো। মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং আরাফাত ও মুজদালিফায় বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু রাখা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

যোগাযোগব্যবস্থা

টেলিগ্রাফ ও টেলেক্সঃ

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সউদী আরব তৃতীয় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম। সম্মানিত হাজী, উমরাহকারী ও যিয়ারতকারীরা যেন সউদী আরবের এ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হতে পারেন সেজন্য সউদী ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছেন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানবীয় জ্ঞান –বিজ্ঞান কর্তৃক আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত এমন কোন মাধ্যম, পদ্ধতি বা প্রযুক্তি নেই সউদী আরব সরকার আল্লাহর মেহমানদের ব্যবহারের জন্য যা সহজলভ্য করে দেননি। পৃথিবীর কম বেশী ১৬০ টি দেশের সংগে ইংরেজী ও আরবীতে টেলিগ্রাফিক ও টেলেক্স যোগাযোগের সুযোগ–সুবিধা হাজীদের, নাগালের মধ্যে ও দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া হয়েছে। টেলিগ্রাফ ও টেলেক্স কর্তৃপক্ষ মক্কা, মিনা ও আরাফাত অঞ্চলে শুধুমাত্র হাজীদের উদ্দেশ্যে ১৭ টি টেলিগ্রাফ ও টেলেক্স অফিস খুলে রেখেছেন। গোটা হজ্জ মওসুমে দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টাই এসব অফিস আল্লাহর মেহমানদের সেবায় নিয়োজিত থাকে। ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয় ইসলামী দেশগুলোর সংগে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা অচিরেই আরো বৃদ্ধি করবে। বর্তমানে সউদী আরবে এ ধরণের কেন্দ্রের সংখ্যা ১২ শতেরও অধিক। হাজীদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ৬৪ টি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

টেলিফোনঃ

অপরদিকে টেলিফোন অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা আরো কার্যকর, ফলপ্রসু ও দ্রুততর করার জন্য মিনায় অবস্থিত টেলিফোন এক্সচেঞ্জে প্রথমবারের মতো কম্পিউটারের ব্যবহার চালু করা হয়েছে। এ টেলিফোন একচেঞ্জটি দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টাই হাজীদের সেবায় রত থাকে। এখানে প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, টেলিগ্রাফ, টেলেক্স, টেলিফোন ইত্যাকার কোন প্রতিষ্ঠানই সউদী আরবে বাণিজ্যভিত্তিক নয়। লাভ–লোকসানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এগুলোর কাজ নয়। বরং এদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেবা। অবশ্য ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে নাম মাত্র একটি মুল্য আদায় করা হয়।

www.pathagar.com

টেলিফোন সেবাকে সর্বাত্মক ও সহজলভ্য করার জন্য টেলিফোন একচেঞ্জ বা অফিস ছাড়াও হজ্জের পবিত্র স্থানসমূহে (আরাফাত, মিনা, মুজদালিফা ইত্যাদি) বিগত হজ্জ মওসুম (১৪০৭ / ১৯৮৭) পর্যন্ত ৭৭৯ টি কয়েনবক্স টেলিফোন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। তদুপরি রয়েছে কয়েনবক্স সজ্জিত আটটি ভ্রাম্যমান টেলিফোন গাড়ি। প্রতিটি গাড়িতে রয়েছে ১২টি করে টেলিফোন। যখন যেসব স্থানে হাজীদের ভিড় বেশী, পর্যায়ক্রমে সেসব স্থানেই প্রধানতঃ এ গাড়িগুলো কর্মরত থাকে। তাছাড়া হাজীদের অবতরণস্থান, বাসষ্ট্যান্ড এবং গাড়ি রাখার স্থানেও রয়েছে অস্থায়ী কয়েনবক্স টেলিফোন। এতসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকার অচিরেই মক্কাস্থ হারাম শরীফের নিকটস্থ পুরনো টেলিফোন ভবনগুলোর আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করবেন। বর্তমানে মক্কা ও হজ্জের অন্যান্য স্থানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ১৭টি অত্যাধুনিক টেলিফোন কেন্দ্র রয়েছে। পৃথিবীর যেকোন দেশ, যেকোন অঞ্চলের সংগে এসব কেন্দ্র থেকে অতি সহজে টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। প্রয়োজনবোধে প্রতিটি হাজী যেন স্বদেশে অবস্থিত তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে অনায়াসে কথাবার্তা বলতে পারেন সউদী সরকার তার সকল আয়োজন করে রেখেছেন।

নতুন সড়ক নির্মাণ ঃ

কেবলমাত্র সম্মানিত হাজীদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ ও ভ্রমণ সুবিধার কারণেই সউদী সরকার শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে পবিত্র স্থানসমূহের মধ্যে এবং মক্কা-মদীনা ও হাজীদের প্রধান প্রধান অবরতণ কেন্দ্রের মধ্যে একাধিক নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে ৪২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মক্কা-মদীনা সড়ক। এটি একটি সুপ্রশস্ত ও দ্রুতগতির জোড়া রাজপথ। মাঝধানে বিশ মিটার চওড়া সড়ক দ্বীপ। সড়ক দ্বীপের উভয় দিকে রয়েছে এক সংগে তিন-তিনটি সুপরিসর পাবলিক বাস চলার মতো জায়গা। আধুনিক যানবাহন চলাচলের যাঁবতীয় সুযোগ-সুবিধার অধিকারী এবং ইসলামের ঐতিহাসিক পবিত্র শহরদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী এ বিরাট সড়কটি নির্মাণে সউদী সরকার সর্বমোট ব্যয় করেছেন ২১২১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে ৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ জেদ্দা-মক্কা জোড়া রাজপথ। এর মাঝখানেও রয়েছে ২০ মিটার প্রশস্ত সড়ক-দ্বীপ। সড়ক-দ্বীপের উভয় দিকে এক সংগে চারচারটি বড় গাড়ি চলার মতো জায়গা। মক্কা মুকাররমা ও সউদী আরবের বৃহত্তম বন্দর নগরী জেদ্দার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং হাজীদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩৮২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অতঃপর উল্লেখ করা যায় মক্কা-তায়েফ সড়কের কথা। তায়েফ

www.pathagar.com

হচ্ছে উর্বর শস্যক্ষেত্র, সবুজ পাহাড় ঘেরা সউদী আরবের প্রাচীনতম স্বাস্থ্যনিবাস ও সুন্দরতম পর্যটন কেন্দ্র। সারা বছরই বিশেষতঃ হজ্জ মৌসুমে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নৈসর্গিক দৃশ্যশোভিত সুপ্রশস্ত এ সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হজ্জ মৌসুমে প্রধান প্রধান সড়কে বিশেষতঃ মক্কা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় যানবাহন ও পথচারী চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার

জন্য সউদী সরকার প্রতি বছরই তাঁর বিভিন্ন ক্যাডারের প্রচুর সংখ্যক সদস্য নিয়োগ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ নিরাপত্তা বাহিনী, জাতীয় রক্ষী বাহিনী, ক্যাডেট, স্কাউট ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজের সদস্যরা। তাঁদের দায়িত্ব যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও হাজীদের চলাচল, পথ-পারাপার এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান।

মক্কা মুকাররমার অভ্যন্তরে এবং হজ্জের স্থানসমূহের মধ্যে যানবাহন ও পথচারী চলাচল সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করার জন্য বাস্তবায়িত করা হয়েছে 'মক্কা ইনার সার্কুলার সড়ক' নির্মাণ প্রকল্পটি। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটিতে রয়েছে ৮টি এ্রসিং, ৫টি জোড়া সুড়ংগ পথ, ৪টি একক সুড়ংগ পথ এবং একাধিক ওভারব্রীজ। এর মধ্যে শুধু জোড়া সুড়ংগ পথগুলো নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা। এগুলোর অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ, বায়ু চলাচল এবং অগ্নী নির্বাপণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

এমনিভাবে কেবলমাত্র হাজীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে মক্কা মিডল সার্কুলার সড়ক' নির্মাণ প্রকল্পটি। ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মক্কা নগরীর এ প্রধান অভ্যন্তরীণ সড়কটিতেও রয়েছে পাহাড় কেটে তৈরী করা বেশ কয়টি সুড়ংগ পথ। পথের দুরত্ব কমিয়ে এনে সফরকে সংক্ষিপ্ত ও আরামপ্রদ করাই এগুলোর উদ্দেশ্য। মক্কার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এ সড়কটি মিলিত হয়েছে একাধিক রাজপথের সংগে। এগুলো হচ্ছে মদীনা সড়ক, পুরনো ও নতুন জেদ্দা সড়ক এবং মক্কা-আরাফাত সড়ক। এ সড়কটি নির্মাণে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৩৮ কোটি টাকা। তাছাড়াও নির্মাণ করা হয়েছে তায়েফগামী মক্কা-আলকারা সড়ক। ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সড়কটি ওয়াদী নো'মান অতিক্রম করে আল-কারায় পৌছে। এতে কয়েকটি সেতুও রয়েছে। এ সড়ক নির্মাণে খরচ হয়েছে ৫৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

তাছাড়া হজ্জ মৌসুমে হারাম শরীফের দিকে অগ্রসরমান যানবাহন ও পথচারীদের অতিরিক্ত ভিড় কমানোর জন্য আজিয়াদ আল-সা'দ সড়কটি এক

www.pathagar.com

কিলোমিটার পরিমাণ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ সম্প্রসারণ বাবদ খরচ হয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে আল-লাইথ এবং আল-সাইল সড়ক দুটির দিক থেকে মক্কার প্রবেশ-পথ উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে সর্বমোট ৬৪ কোটি টাকা। উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আল-লাইথ সড়কের ১২ কিলোমিটার ও আল-সাইল সড়কের পাঁচ কিলোমিটার পরিমাণ জায়গা। পক্ষান্তরে আজিয়াদ-কাদী সড়ক ও মক্কা মিডল সার্কুলার সড়ককে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত সুড়ংগ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা।

হজ্জ মৌসুমে যেসব এলাকায় ট্র্যাফিক জ্যাম ও হাজীদের ভীড় সচরাচর বেশী হয় তন্মধ্যে আরাফাত অন্যতম। এজন্য আরাফাতকেও আনা হয়েছে সম্প্রসারণের আওতায়। নির্মাণ করা হয়েছে চারটি সেতুসহ ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ আরাফাত সার্কুলার রোড নামে একটি নতুন সড়ক। এর পাশেই নির্মাণ করা হয়েছে উত্তর দিক থেকে স্থলপথে আগমনকারী হাজীদের জন্য একাধিক সুপ্রশস্ত অবতরণ কেন্দ্র। এ গুলোর সর্বমোট আয়তন ২ লাখ ৪০ হাজার বর্গমিটার। অনুরুপভাবে স্থানীয় হাজীদের জন্য এবং মুয়াল্লিমদের গাড়ী রাখার জন্য ও আরাফাতের অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হয়েছে যথাক্রমে বিশ্রাম ও পার্কিং-এর স্থান। এ দুটো স্থানের আয়তন মিলিতভাবে ২ লাখ ৫০ হাজার বর্গমিটার।

এতদ্ব্যতীত মক্কার প্রবেশ পথের কাছাকাছি স্থানে জেদ্দা-মক্কা নতুন সড়ক এবং মদীনা-মক্কা রাজপথের পাশেও নির্মাণ করা হয়েছে গাড়ি পার্কিং-এর জন্য আরো পাঁচটি স্থান। এগুলোর প্রতিটির আয়তন প্রায় চারি লক্ষ বর্গমিটার।

সর্বোপরি জরুরী অবস্থার মুকাবেলা, বেসামরিক প্রতিরক্ষা, সেবা, উদ্ধারকার্য পরিচালনা তথা হাজীদের আপতকালীন যে কোন ধরনের সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আরাফাতের নিকটবর্তী স্থানে বিমান অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য একটি রানওয়েও নির্মাণ করে রাখা হয়েছে। হাজীদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সউদী সরকার কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন এখান থেকেই তা আঁচ করা যায়।

www.pathagar.com

চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা

গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সউদী আরব। প্রচন্ড গ্রীষ্মের সময়ই শুধু নয়, বরং বছরের অন্যান্য সময়েও দিনের বেলা সেখানকার সূর্যতাপ অত্যন্ত প্রখর। সউদী আরবে গ্রীষ্মের রৌদ্রতাপ যেমন অসহনীয় তেমনি ক্ষতিকর। গ্রীষ্মকালে সেখানে অন্যান্য ঋতুর তুলনায় রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী। কতগুলো রোগ তো এমন রয়েছে যেগুলোর উৎসই হলো গরম এবং সূর্যতাপ। সর্দি, গর্মি, মাথাধরা, মূর্ছা যাওয়া ইত্যাদির কথা এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়। এমনিতে উষ্ণ আবহাওয়া তদুপরি রয়েছে শ্রমসাধ্য হজ্জের কর্মসমূহ, ভ্রমণের ক্লান্তি, পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, বয়সের আধিক্য ইত্যাকার আরো কতো সমস্যা। তাই সেখানে হজ্জ পালনোপলক্ষে মাসাধিককাল অবস্থানকালে কারো পক্ষে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু এজন্য কারো দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ কেউ সেখানে বন্ধুহীন, সহায়হীন নয়। সউদী সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ও তৎপর।

সউদী সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবছর আল্লাহর মেহমানদের চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য ব্যাপক ও সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকেন। রোগ নিবারণ এবং রোগ নিরাময় উভয় ক্ষেত্রেই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ উদ্ভাবিত উপায় ও অভিজ্ঞতাকে হাজীদের সেবায় ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিপুণতার সংগে। আল্লাহর মেহমানদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা করার জন্য সাতটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। এসব হাসপাতালে যোগ্য চিকিৎসক, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, টেকনিক্যাল ষ্টাফ, সেবক-সেবিকা, উন্নতমানের ঔষধপত্র, প্রশাসনিক ষ্টাফ-এক কথায় যাকিছু দরকার সবই সরবরাহ করা হয় অত্যন্ত উদারভাবে। প্রতিটি হাসপাতালেই রয়েছে ইমারজেন্সী বিভাগ এবং বহির্বিভাগ। এ সাতটি হাসপাতালে রোগীদের জন্য রয়েছে সর্বমোট ২ হাজার ৮০০ শয্যা। তাছাড়াও জরুরী অবস্থার মুকাবিলা করার জন্য এগুলোর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অতিরিক্ত শয্যা পাতার ব্যবস্থা। এ সাতটি পূর্ণাংগ হাসপাতাল ছাড়াও মক্কা মুকাররমার অভ্যন্তরে আরো ১৭টি ক্লিনিক রয়েছে। আরো পাঁচটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে মক্কার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে। এ ক্লিনিকগুলোর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে ১৬টি করে শয্যা এবং এ গুলো ২৪ ঘন্টাই হাজীদের সেবায় নিরত থাকে। সূর্যতাপ জনিত রোগের চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে এ ক্লিনিকগুলোতে।

হাজীদের মিশনকেন্দ্র আরাফাতেও সরকার সকল আধুনিক

www.pathagar.com

সুযোগ-সুবিধাসহ একটি সাধারণ হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। এ হাসপাতালের অধীনে রয়েছে সূর্যতাপ জনিত রোগের চিকিৎসার একটি বিশেষ বিভাগ। অবশ্য এ বিশেষ বিভাগ ছাড়া হাসপাতালের সাধারণ অংশেও এসব বিপজ্জনক রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রোগীদের জন্য এখানে রয়েছে সর্বমোট ১০০০ শয্যা। আরাফাতের প্রান্তদেশে 'জাবালুর রহমত হাসপাতাল' নামক আরেকটি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এ হাসপাতালটিতে একাধিক বহির্বিভাগীয় পরিচর্যা কেন্দ্র রয়েছে। সম্প্রতি এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১২টিতে উন্নীত করা হয়েছে। বহির্বিভাগীয় এসব পরিচর্যা কেন্দ্রে সব ধরনের রোগেরই চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। বিগত হজ্জ মৌসুমের আগে এ হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা ১৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। সূর্যতাপ জনিত রোগের চিকিৎসার জন্য এখানে একাধিক শীতল-ঘর রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। বিগত হজ্জ মৌসুম থেকে আরাফাতে এটি কাজ শুরু করেছে। এ ভ্রাম্যমান হাসপাতালটিতে সূর্যতাপ জনিত রোগের জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র এবং উত্তাপাক্রান্ত বা গরমে অবসন্ন হয়ে পড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য আটটি শীতল-ঘর রয়েছে। উল্লিখিত হাসপাতাল দুটো ছাড়াও আরাফাতের এখানে-সেখানে আল্লাহর মেহমানদের সেবার জন্য রাখা হয়েছে ৪১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র।

অপরদিকে মিনাতেও নির্মাণ করা হয়েছে 'মিনা সাধারণ হাসপাতাল' নামক ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বিরাট হাসপাতাল। উত্তাপাক্রান্ত বা অত্যধিক গরমে অবসন্ন রোগীদের চিকিৎসার জন্য এখানে রয়েছে ১২টি শীতল-ঘর। এছাড়াও মিনায় রাখা হয়েছে একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল। এ হাসপাতালে আছে ১৫০টি শয্যা এবং ৮টি শীতল-ঘর। এ দুটি হাসপাতাল ছাড়াও মিনায় রয়েছে আরো ২২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

হজ্জ মৌসুমে মক্কা মুকাররমা স্বাস্থ্য পরিদপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে উল্লিখিত হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিকগুলোর ভেতরে ও বাইরে রোগীদের সেবার কাজে নিয়োগ করে থাকেন। এসব স্বাস্থ্যকর্মীদের কোন কোন দলকে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্যও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য সেবার জন্য আল্লাহর মেহমানদের কোন মূল্য আদায় করতে হয়না। সউদী আরবে হাজীদের জন্য চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ ফ্রী বা বিনামূল্যে প্রদত্ত। শুধু সেবাটাই ফ্রী নয় বরং হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো থেকে হাজীদের যে ঔষধপত্র প্রদান করা হয়, তাও দেওয়া হয় বিনামূল্যে। এক্ষেত্রেও সউদী সরকার

www.pathagar.com

সম্মানিত হাজীদের জন্য প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা খরচ করে থাকেন। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধপত্র প্রদান শুধু মক্কা মুকাররমার জন্য নয়, বরং মদীনা মুনাওয়ারায়ও একই ব্যবস্থা কার্যকর।

মদীনা মুনাওয়ারায় স্বাস্থ্যসেবা ঃ

মক্কা মুকাররমার মতো মদীনা মুনাওয়ারা ও প্রতিবছর হজ্জ মৌসুমে সউদী সরকারের স্বাস্থ্য পরিদপ্তর আল্লাহর মেহমানদের সেবা শুশ্রূষার জন্য বিস্তারিত, ব্যাপক ও ব্যয়বহুল কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। গৃহীত এ কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে কর্মে নিয়োজিত জনশক্তি, সংগৃহীত প্রযুক্তি এবং প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার যাতে সর্বোত্তম ব্যবহার হয় তৎপ্রতি পরিদপ্তর বিশেষভাবে নজর দিয়ে থাকেন। মদীনার অভ্যন্তরে ও প্রবেশপথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থিত স্থায়ী ও অস্থায়ী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিকগুলোকে দিবারাত্রি আল্লাহর মেহমানদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। শহরের ভেতরের ও বাইরের যেসব সড়ক দিয়ে হাজীদের চলাচল ও আনাগোনা অপেক্ষাকৃত বেশী সেসব সড়কের দুপাশে এবং মোড়ে মোড়ে বিশেষভাবে হজ্জ মৌসুমের জন্য প্রচুর সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসালয় ও ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। এসব ক্লিনিক ও চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগীদের অভ্যর্থনা জানানো, সেবা করা এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য মেডিক্যাল অফিসার, ডাক্তার ও নার্সরা সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সর্বোত্তম ঔষধপত্র নিয়ে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত ও অপেক্ষমান থাকেন।

এসব কেন্দ্র ও ক্লিনিকে প্রখর রোদ্রতাপে মূর্ছা যাওয়া এবং অত্যধিক গরমে নির্জীব হয়ে পড়া রোগীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বে এ জাতীয় রোগব্যাধির চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি একটি বিশেষ চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ইহা ছাড়া মদীনার হারাম শরীফ এলাকায় আগে থেকেই তিনটি বড় বড় ক্লিনিক বিদ্যমান রয়েছে। অপরদিকে বিগত হজ্জ মৌসুমের পূর্বেই মদীনা মুনাওয়ারার নিম্নোল্লেখিত হাসপাতালসমূহে প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট বাদশাহ ফাহদ হাসপাতাল, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট প্রসূতি ও শিশু হাসপাতাল, ১২০ শয্যা বিশিষ্ট বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ৫৮ শয্যার চক্ষু হাসপাতাল, ২০০ শয্যার প্রাথমিক পরিচর্যা হাসপাতাল এবং ১২০ শয্যার সূর্যতাপজনিত রোগের হাসপাতাল।

উপরোল্লেখিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালসমূহ ছাড়াও মদীনা

www.pathagar.com

মুনাওয়ারার বিভিন্ন এলাকায় আল্লাহর মেহমানদের জন্য নির্মাণ করা হয় ৩৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ক্লিনিক। রোগাক্রান্ত হবার পর রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য সউদী আরবে একদিকে যেমন রয়েছে প্রচুর সংখ্যক হাসপাতাল ও ক্লিনিক, অপরদিকে তেমনি সেখানে রয়েছে রোগপ্রতিরোধ এবং রোগ সংক্রমণরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা। প্রিভেন্টিভ চিকিৎসা ব্যবস্থার অধীন বিশেষভাবে হজ্জ মৌসুমের জন্য গ্রহণ করা হয় ব্যাপক কর্মসূচী। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, টিকা ও ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ টিম গঠন। শহরের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র টিম গঠন ও কর্মে নিয়োগ করা। বাজারের খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য টিম গঠন এবং তাঁদের উপর কাঁচাবাজার ও হোটেল-রেস্তোরার অবস্থা পরিদর্শনের দায়িত্বদান। এ টিমের সংগে খাদ্যদ্রব্যের নির্দোষতা এবং পানীয়ের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিও সরবরাহ করা হয়। হাজীরা এবং স্থানীয় লোকজন স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলছেন কিনা, পরিবেশ দুষণ থেকে বিরত থাকছেন কিনা, এসব বিষয়ের উপর নজর রাখাও উল্লেখিত টিমগুলোর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্মানিত হাজীদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সূর্যতাপ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ সম্বলিত পুস্তিকাও বিতরণ করে থাকেন। উল্লেখ্য, মদীনা স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের সার্বিক তত্বাবধানে এসব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সেবায় ন্যাশনাল গার্ডের ভূমিকা

সউদী আরবের ন্যাশনাল গার্ডের মেডিক্যাল ইউনিট ও হজ্জ মৌসুমে আল্লাহর মেহমানদের স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রুগ্ন হাজীদের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও শুশ্রূষায় ন্যাশনাল গার্ডের সুসজ্জিত টিমগুলোর অংশ গ্রহণ শুধু তাঁদের রোগ কষ্ট লাঘবেই প্রশংসনীয় অবদান রাখে না বরং তা সাধারণ হাসপাতাল এবং বেসামরিক স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর থেকে কাজের চাপও অনেকটা কমিয়ে আনে। হজ্জ মৌসুমে তাঁরা মিনায় একটি 'ইমারজেন্সি হাসপাতাল' পরিচালনা করে থাকেন। এ হাসপাতালে সাধারণ অবস্থায় ৪০টি শয্যা রাখা হয়। জরুরী অবস্থায় অবশ্য এতে আরো ২০টি শয্যা বাড়াবারও সুযোগ রয়েছে। ন্যাশনাল গার্ডের হাসপাতালে যেকোন ধরনের রোগব্যাধির চিকিৎসা করার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাই এখানে যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার উপস্থিত থাকেন। মিনার মতো আরাফাত এবং মুজদালিফায়ও তাঁরা একটি করে হাসপাতাল চালিয়ে থাকেন। আরাফাতের হাসপাতালটিতে ২০টি শয্যা রয়েছে। এসব হাসপাতাল পরিচালনা ছাড়াও ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা আল্লাহর মেহমানদের চিকিৎসা সেবা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। লিফলেট বিতরণ এবং প্রচারকার্য চালিয়ে হাজীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার কথা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ঃ

ন্যাশনাল গার্ডের মতো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও হজ্জের স্থানসমূহে ভ্রাম্যমান হাসপাতাল পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর মেহমানদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। জটিল রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ও বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের হেলিকপ্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য মন্ত্রণালয় কিছু সংখ্যক হেলিকপ্টার সদাপ্রস্তুত রাখেন। তাঁদের ভ্রাম্যমান হাসপাতালটিতে ৪৮ টি শয্যা রয়েছে। তন্মধ্যে ১৬টি নিদ্রাভিভূত করে বিশ্রামদান এবং অবশিষ্ট ১৬টি প্রাথমিক পরিচর্যার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। সূর্যতাপ ও অত্যধিক গরম থেকে সৃষ্টরোগ, সর্দি-গরমী জ্বর প্রভৃতি সাধারণ ব্যাধির চিকিৎসা ছাড়াও এ হাসপাতালে অপারেশন পরিচালনার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও যন্ত্রপাতি রয়েছে। এছাড়া সম্মানিত হাজীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এ ভ্রাম্যমান হাসপাতাল কর্তৃক পুস্তিকা, স্বাস্থ্য বুলেটিন এবং প্রচার পত্রও বিলি করা হয়।

www.pathagar.com

কতিপয় মসজিদ উন্নয়ন ও হাজী ক্যাম্প নির্মাণ

হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের উন্নয়ন এবং হজ্জ পালনোপলক্ষে বিশ্বের আনাচকানাচ থেকে সউদী আরবে আগত আল্লাহর মেহমানদের খিদমতে সউদী সরকার এ পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন, বর্তমানে করে যাচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন। আল্লাহর পথে খরচ করার ইহা এমন একটি প্রক্রিয়া যার শেষ নেই। মানুষের কল্যাণ সাধনের ইহা এমন একটি আকাঙ্খা যার তৃপ্তি নেই। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যয়িত সম্পদের একটা মোটামোটি ধারণা আমরা পূর্বেই পেয়েছি। এখানে আমরা দেখবো মক্কা ও মদীনার অন্যান্য ছোটখাট মসজিদের উন্নয়নে এবং হাজীদের অভ্যর্থনা জানানোসহ টুকিটাকি খিদমতে সউদী সরকার কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।

হারাম শরীফ ও মসজিদে নববী ছাড়া হজ্জের অন্যান্য স্থানে বিদ্যমান মসজিদগুলোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পে এ পর্যন্ত খরচকৃত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৮ কোটি ৮০ লাখ ২৭ হাজার টাকা। এসব সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরাফার মসজিদে নামিরা। সম্প্রসারণের পর এর আয়তন দাঁড়িয়েছে এক লাখ চৌদ্দ হাজার বর্গমিটার। মসজিদে নামিরার সংলগ্ন এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে এক হাজার শৌচাগার এবং পাঁচটি পানির ট্যাংক, যেগুলোর সর্বামোট ধারণ ক্ষমতা ৩ হাজার ৭৫০ ঘনমিটার।

এমনিভাবে হাজীদের নামাজ আদায়ের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সম্প্রসারিত করা হয়েছে মুজদালিফার মসজিদটিও। সম্প্রসারণের পর এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৯০ বর্গমিটার। এ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৬৬টি শৌচাগার এবং এক হাজার ১৫০ ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুটি পানির ট্যাংক। স্থলপথের হাজীদের জন্য নির্মিত মিনার মসজিদটিও সম্প্রতি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সম্প্রসারণের পর এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৪৭০ বর্গমিটার। শৌচাগারের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৬টি। মিনার ঐতিহাসিক মসজিদে খাইফ-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত করার পর এর আয়তন হয়েছে ২৫ হাজার ৭৩৭ বর্গমিটার। এর সংগে নির্মাণ করা হয়েছে ৩০০৮টি শৌচাগার এবং দশ হাজার ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কয়েকটি পানির ট্যাংক।

অপরদিকে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে কুবার সম্প্রসারণ কাজও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। সম্প্রসারণের পূর্বে এর আয়তন ছিল ১৩০১

www.pathagar.com

বর্গমিটার, এখন তা দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার বর্গমিটারেরও অধিক। মসজিদটির উত্তর দিকের বারান্দার উপর তলার অংশটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণও মসজিদে কুবার সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া মদীনার মসজিদুল কিবলাতাইন-এর সম্প্রসারণ কাজও সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সম্প্রসারণের পর এর আয়তন দাঁড়িয়েছে পূর্বের তুলনায় চারগুণ। এ মসজিদের সংলগ্ন স্থানেও নির্মাণ করা হয়েছে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কর্মচারীদের বাসস্থান এবং বেশ কয়টি নতুন শৌচাগার।

নবীজীর রওজা মুবারক জিয়ারত করতে এসে কেউ যেন কোনরূপ অসুবিধায় না পড়েন, বরং যথেষ্ট আরামে ও নিরাপদে যেন জিয়ারতকার্য সম্পাদন করতে পারেন এজন্য যাকিছু দরকার সউদী আরব সরকার সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। এ ব্যাপারে খরচের দিকটা না দেখে সউদী সরকার সবসময়ই বিবেচনায় রেখেছেন হাজীদের সুখ-সুবিধার দিকটি। তাই হাজীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সরকার মদীনায় স্থাপন করেছেন সুসজ্জিত ক্যাম্প। আল্লাহর মেহমানদের আরাম-আয়েশ, আহার-নিদ্রা, চিকিৎসা সব কিছুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এসব অভ্যর্থনা ক্যাম্পে। তাছাড়াও আলাদা আলাদা ক্যাম্প রয়েছে মক্কায় রওয়ানা হবার সময় হাজীদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। এ ক্যাম্পগুলো স্থাপন করা হয় মীকাত বা এহরাম বাঁধার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে। মীকাতের ক্যাম্পে হাজীদের হজ্জ সংক্রান্ত উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদানেরও সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

এ ছাড়া সরকার আল-হিজরা সড়কেও একটি হাজী ক্যাম্প স্থাপন করেছেন। এ কেন্দ্রটির কাজ হলো হাজীদের এহরাম বাঁধার আনুষ্ঠানিকতা এবং মক্কার দিকে সফর সংক্রান্ত বিষয়াবলী দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনরূপ সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান দানও এ হাজীকেন্দ্রের দায়িত্ব। এ বিষয়ে মদীনার আঞ্চলিক প্রশাসন এবং ট্রাফিক কর্তৃপক্ষও হাজীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত মদীনা রেলওয়ে ষ্টেশনেও রয়েছে একাধিক হাজী কেন্দ্র। এ কেন্দ্রগুলোর কাজ আল্লাহর মেহমানদের সাদরসম্ভাষণ জানানো ছাড়াও জেদ্দা সমুদ্র বন্দর এবং আন্তর্জাতিক বাদশাহ আবদুল আজীজ বিমান বন্দর হয়ে যাঁরা হজ্জ করতে আসেন তাঁদের প্রয়োজনীয় সেবা ও উপদেশ দান। বিশেষতঃ থাকা-খাওয়া, চলাফেরা ও হজ্জের ফারায়েজ ও ওয়াজিবাত আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত পরামর্শ ও তালীম দান।

www.pathagar.com

খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়দ্রব্য সরবরাহ

প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য বিশেষতঃ খাদ্যসামগ্রীর নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সউদী আরব সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিটি হজ্জ মৌসুমের জন্যই একটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর মেহমানদের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের বিভিন্ন অংশ ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানের দিকে এ গুলোর প্রবাহ নিশ্চিত করা। খাদ্য সামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহ, পরিবহন, বন্টন এবং তার মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে দিলেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রণীত নীতিমালা সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করাও সরকারেরই দায়িত্ব। সউদী সরকার আপনার এ দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন একথা বললেই সবটুকু বলা হয় না। এ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সহযোগিতা ও সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় তা সত্যিই অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়। কোন্ জাতীয় পণ্যদ্রব্য কতোটা কী দামে বাজারে ছাড়া হবে, বিক্রেয় খাদ্য সামগ্রী খাবার উপযোগী কিনা, ব্যবসায়ীরা খরিদ্দার ও ভোক্তাদের নিকট থেকে বেশী দাম নিচ্ছেন কিনা– এসব কিছুই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেখাশোনা করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে যে কোন অসংগতি ধরা পড়া মাত্র সংগে সংগে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

এখানে স্মর্তব্য যে, সউদী আরবে খাদ্য সামগ্রীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাধারণভাবে সরকারী ভর্তুকি প্রাপ্ত। অর্থাৎ সরকার পণ্যসামগ্রী বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য বেশী দামে ক্রয় করে ভোক্তাদের নিকট তা কম দামে বিক্রি করেন। ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সরকার সারা বছরই জনগণের জন্য একটা নির্দিষ্ট হারে এ ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। কিন্তু হজ্জের মৌসুমে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং আল্লাহর মেহমানগণ বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করার সুযোগ পান। আল্লাহর মেহমানদের জন্য ইহা সউদী সরকারের এমন একটি বদান্যতা যা হয়তো তাঁরা চোখে দেখেন না, কানে শুনেননা এবং তাই খুব একটা অনুভবও করেননা। ইসলামী পরিভাষায় এ ধরনের কাজকেই কি সত্যিকারের নেক কাজ এবং আমলে হাসানাহ্ বলে অভিহিত করা হয়না ? যে উপকারের উৎস কোথায় উপকৃত ব্যক্তি তা টেরই পেলেননা, এটাই কি সত্যিকারের উপকার নয় ?

www.pathagar.com

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের দাম বেশী রাখা, খাদ্যে ও পানীয়ে ভেজাল মেশানো, বে-আইনীভাবে খাদ্যশস্য মুজদ করে বাজারে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো এবং তদ্দারা লাভবান হওয়া সউদী আরবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই সউদী আরবে এসব অন্যায় কাজ সাধারণতঃ সংঘটিত হয় না। সংঘটিত যে হয়না একথাটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের খুব বেশী দুর যেতে হবে না। এটা আজ সর্বজন বিদিত এবং আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম কর্তৃক বহুবার প্রচারিত সত্য যে, অপরাধ সংঘটনের দিক থেকে সউদী আরবের স্থান বিশ্বে সর্বনিম্ন। অপরাধ সংঘটনের হারই যে সউদী আরবে সর্বনিম্নে শুধু তাই নয়, বরং অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতিও সেখানে অনুপস্থিত এবং বাজারদর কল্পনাতীতভাবে স্থিতিশীল। সউদী আরবে জিনিসপত্রের দাম ঘন ঘন বা অপরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পাবার কোন অবকাশ নেই। বছরের অন্যান্য সময় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম যা থাকে হজ্জ মৌসুমে ঠিক তাই দেখা যায়। হজ্জের সময় মক্কা, মদীনা ও জেদ্দায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাসহ প্রতি বছর পঁচিশ ত্রিশ লাখ লোকের অতিরিক্ত সমাবেশ ঘটলেও সেখানকার বাজার দরে এর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ ত্রিশ লাখ লোক গড়ে একমাস সউদী আরবে অবস্থান করলেও এ সময়টিতে জিনিষপত্রের দাম, সরবরাহ, মান ও গুণাগুণে কোন ইতরবিশেষ লক্ষ্য করা যায়না।

কি করে সউদী আরবে আজ এ অসম্ভবকে সম্ভবই শুধু নয়, বরং অবধারিত করা হয়েছে ? সারা বিশ্বে যেখানে আজ অপরাধ সংঘটনের, পণ্যে মুল্য বৃদ্ধির ও মান পতনের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলেছে, সেখানে কিভাবে সউদী আরবে এ প্রবণতাকে একটি যুক্তিসংগত মাত্রায় ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছে ? আজ থেকে কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পুর্বে বর্তমান সউদী রাজপরিবারের শাসন প্রতিষ্ঠার আগে স্বয়ং সউদী আরবের মাটিতেইতো এ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজিত ছিলনা। তাহলে কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় এ অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠলো ? আর কিছু নয় ইসলাম এবং ইসলামী শরীয়াই হলো সেই জাদুর কাঠি, ১৯৩২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর যার ছোঁয়া লেগেছে এ জাতির রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, শাসনতন্ত্রে, প্রশাসনে, বিচার ব্যবস্থায়, শিক্ষায় সব কিছুতে। তাছাড়া সউদী আরব আইনের প্রয়োগ এবং অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর নীতির অনুসারী। শাস্তি প্রদানে কোনরুপ স্বজনপ্রীতি, কারচুপি, শৈথিল্য বা কালক্ষেপনের কথা সউদী আরবে কেউ কোন দিন শুনেনি। অপরাধ করে ধরা পড়লে সে রাজপরিবারের সদস্য হলেও তার শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোন পথ নেই।

যাইহোক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পরিকল্পনা, প্রকৃতপক্ষে সউদী

www.pathagar.com

জাতীয় বাণিজ্য নীতিরই একটি অংশ মাত্র। হাজীদের জন্য গৃহীত এ পরিকল্পনা সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য রয়েছে একাধিক পর্যবেক্ষণ কমিটি ও বহুসংখ্যক মাঠ-কর্মী। এসব কমিটির কাজ হলো সরকারের গৃহীত নীতি সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং তা ধার্যকৃত লক্ষ্য-মাত্রা অর্জনে বাঞ্ছিত ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা। অপরদিকে মাঠকর্মীরা সরেজমিনে ঘুরে ঘুরে বিশেষতঃ যেসব স্থানে হাজীদের আনাগোনা বেশী ছদ্মবেশে সেসব স্থানে গিয়ে দেখেন সবকিছু ঠিকমতো চলছে কিনা। যে কোন ব্যবসায়ী, দোকানী বা নাগরিককে দেশের আইন ভংগ করতে দেখলে তাঁরা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন এবং সংগে সংগেই তার প্রতিকার করা হয়। হজ্জ, খাদ্য, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ফলে গোটা হজ্জ মৌসুমে সউদী আরবের কোথাও কোনরূপ অসংগতি বা বিশৃঙখলা চোখে পড়ে না। সউদী সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে সব কিছুই তার নিজস্ব গতি ও ছন্দে এমন মসৃণভাবে চলতে থাকে যে, সাধারণভাবে হাজী ভাইরা শিকায়েত করার মতো কোন অসুবিধায়ই পড়েন না এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ও শান্তিপূর্ণভাবে হজ্জ পর্ব সমাপন করেন। আর তাই আমরা দেখে আসছি, হজ্জের পর প্রতিটি মুসলিম দেশের হজ্জ মিশন বা মন্ত্রণালয় এবং ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে শত-সহস্র পত্র দ্বারা বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রতি বছর সউদী সরকার ও জনগণকে হজ্জ ও হাজীদের প্রতি তাঁদের প্রদত্ত শ্রম ও সেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকেন।

হজ্জ মৌসুম যেহেতু সচরাচর গ্রীষ্মকালেই এসে থাকে তাই সউদী আরব সরকার গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র ও প্রচন্ড গরম মুকাবেলার জন্য ঠান্ডা পানি ও শীতল পানীয় সরবরাহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। হজ্জ মৌসুমে মক্কা-মদীনাসহ পবিত্র স্থানসমূহে আল্লাহর মেহমানদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বরফ, ঠান্ডা পানি, ফলের রস এবং পেপসি-মিরান্ডা জাতীয় বোতলজাত শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। পিয়াস লাগা মাত্র হাত বাড়ালেই ন্যায্যমূল্যে উন্নতমানের এসব পানীয় নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রসংগতঃ এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা এই যে, আজতক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হজ্জ মৌসুমে আল্লাহর মেহমানদের জন্য সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। স্থানীয়ভাবেই উৎপাদিত হোক বা আমদানিকৃতই হোক, কোন খাদ্য বা পানীয়ের মান ও ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা কোন অবস্থাতেই সউদী আরবের কোন বাজার বা বিপণীতে বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয় না। এসব ব্যাপারে দেখাশোনা করার জন্য মন্ত্রণালয়ের

www.pathagar.com

আলাদা দপ্তর এবং মক্কা ও মদীনার আঞ্চলিক প্রশাসনের আলাদা বিভাগ রয়েছে।

মদীনা পৌরসভার ভূমিকা ঃ

মদীনা পৌরসভা পূর্ববর্তী বছরগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে এবং আসন্ন বছরে সউদী আরবে আগমনকারী আল্লাহর মেহমানদের সম্ভাব্য সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারে শীতল পানীয় সরবরাহের ব্যাপারে প্রতিটি হজ্জ মৌসুমের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে একদিকে যেমন হজ্জের সংগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নেয়া হয়, অপরদিকে তেমনি হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় দিকও বিবেচনায় রাখা হয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবার মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে এ পরিকল্পনা তৈরীর সময় হাজীদের পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ কার্যের ফলাফলের প্রতিও উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেই পৌরসভা চুপচাপ বসে থাকেনা বরং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যে জনশক্তি ও যন্ত্রপাতি, প্রয়োজন যথাসময়ে তাও সরবরাহ করে থাকে।

পৌরসভা জরুরী অবস্থার মুকাবিলা করার জন্যও পৃথক একটি পরিকল্পনা তৈরী করে রাখে। যেন প্রয়োজন দেখা দেওয়া মাত্র কোনরূপ পদ্ধতিগত বা প্রশাসনিক জটিলতায় না জড়িয়েই এ ইমারজেন্সি পরিকল্পনার বাস্তবায়নে হাত দেয়া যায়। তাছাড়াও পৌরসভা প্রতিবছরের হজ্জ সম্পর্কিত সেবা ও কার্যাবলীর ফলাফল তথা সাফল্য ও ব্যর্থতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য হজ্জ মৌসুম শেষ হবার পর একাধিক সভার আয়োজন করে থাকে। এসব সভায় পূর্ববর্তী বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা হয় এবং তদনুযায়ী পরবর্তী বছরের জন্য সংশোধিত কর্মসূচী প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হয়।

মসজিদে নববী এলাকা এবং আশেপাশের অন্যান্য যেসব স্থানে হাজীদের অবস্থান ও চলাফেরা সবচেয়ে বেশী সেসব স্থানে পবিত্রতা ও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা এবং মশামাছি নিধন করাও মদীনা পৌরসভার কাজ। তাছাড়া পৌরসভা হাজীদের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারেও সহায়তা দান করে থাকে। আল্লাহর মেহমানগণ যাতে বে-আইনীভাবে পথেঘাটে, পার্কে ও খোলামাঠে রাত্রি যাপন না করেন এবং যত্রতত্র প্রস্রাব-পায়খানা করে পরিবেশকে দুষিত না করেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও পৌরসভার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। হাজীদের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা এবং

www.pathagar.com

তাঁদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্যও পৌরসভার কর্মীরা প্রচার কার্য চালিয়ে থাকেন।

অপরদিকে হাজীদের থাকার জন্য নির্ধারিত ও ভাড়াকৃত ঘরবাড়ির বাসোপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সনদ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত 'বাসস্থান তদন্ত কমিটি'র কাজে সহায়তা দানও পৌরসভার অন্যতম কাজ। হজ্জ ও ওয়াকফ মন্ত্রনালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে অত্র কমিটি কাজ করে থাকে। মুয়াল্লিম অথবা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিই হাজীদের জন্য বাসস্থান নির্ধারণের কাজটি আঞ্জাম দিয়ে থাকেননা কেন, তাঁকে এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতেই হবে। মজবুত, নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ ও নির্গমণের সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও হাজীদের থাকার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। তাছাড়া আবাসস্থলের পরিবেশ এবং সার্বিক অবস্থা অনুসন্ধান করে দেখার জন্যও পৃথক কমিটি রয়েছে।

মদীনা পৌরসভা হজ্জ মৌসুমে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যদ্রব্য ও খাবার পানির বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রতিবছরই একটি অস্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করে থাকে। হজ্জের সময় গণ-শৌচাগার ও মসজিদ সংলগ্ন শৌচাগারগুলোর অবস্থা পরিদর্শন এবং এগুলোকে ব্যবহারোপযোগী রাখা এ অস্থায়ী কেন্দ্রের কাজ।

মদীনার যেসব এলাকায় কূপের পানি পান করা হয় সেসব এলাকায় কূপগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য পৌরসভার অধীনে আলাদা বিভাগ রয়েছে। হজ্জের মৌসুমে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সেনিটারী কর্মীরা কূপের পানি বিশুদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক ঔষধ সরবরাহ করে থাকেন। পৌরসভার অধীনে কর্মরত পরিবেশ বিশেষজ্ঞরাও সরেজমিনে গিয়ে কূপ, পানির ট্যাপ ও ট্যাংক থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে আনেন এবং ল্যাবরেটরীতে নিয়ে গিয়ে তার উপর পরীক্ষা কার্য চালান। পানির মধ্যে ক্ষতিকর উপাদান বা জীবাণুর সন্ধান পেলে তাঁরা তা অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। বলাবাহুল্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একটুও দেরী করেন না। পানি ও সিউয়ারেজ কর্তৃপক্ষ হজ্জ মৌসুমে নগরীর পানি সরবরাহ এবং নিস্কাশন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে অস্থায়ী টীম গঠন করে আল্লাহর মেহমানদের সেবায় নিয়োজিত করেন। এসব টীমের সদস্যরা শহরের অলিগলি ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখে আসেন পানির পাইপ, ট্যাংক ও পয়োনালী ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। পয়োনালী বা ম্যানহোল থেকে

www.pathagar.com

ময়লা পানি উপচে পড়া শুরু হওয়া মাত্র অথবা কোথাও পাইপ ফেটে গিয়ে পানি বের হয়ে আসা মাত্র, তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁদের কাজ।

মদীনা পৌরসভা ও স্বাস্থ্য পরিদপ্তর আল্লাহর মেহমানদের টাটকা খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক সংগে মিলে কাজ করে থাকে। তাছাড়া হজ্জ মৌসুমে হাজীদের সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে তাদের অফিস স্থাপনের জন্যও পৌরসভা প্রয়োজনীয় জায়গা দিয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে, বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ, রেডক্রস সোসাইটি, দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, রাবেতাতে আলমে ইসলামী ইত্যাদি। হজ্জ মৌসুমে মদীনায় এরা হাজীদের মধ্যে সব ধরনের সেবা কর্মেই অংশ গ্রহন করে থাকে।

অপরদিকে হাজীদের এবং রওজা মুবারক জিয়ারতকারীদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানের জন্য বিগত কয়েক বছরে মদীনা মুনাওয়ারায় বহু নতুন সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী সড়কগুলো সউদী আরবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর এবং জনপদের সংগে মদীনা মুনাওয়ারাকে সংযুক্ত করেছে। হাজীদের এবং জিয়ারতকারীদের চলাচলকে সহজ ও আরামপ্রদ করার ক্ষেত্রে এসব সড়কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সউদী যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মদীনা মুনাওয়ারা অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৩৬টি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে। এসব প্রকল্পের অধীন নির্মিত সবমোট ১৯৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ তৈরী করতে সবশুদ্ধ ব্যয় হয়েছে ২৩০২ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ১৯টি প্রকল্প শহরের ভেতরে এবং অবশিষ্ট ১৭টি শহরের বাইরে অবস্থিত। ১৯৮০ মিলোমিটার সড়কের মধ্যে ১৬৩৫ কিলোমিটার রাস্তা ওয়ান-ওয়ে, ৮৭ কিলোমিটার টু-ওয়ে এবং ২০৭ কিলোমিটার দ্রুতগতির যানবাহনের জন্য।

www.pathagar.com

কা'বা শরীফের পবিত্র গিলাফ তৈরীতে সউদী আরব

পবিত্র কা'বাগৃহকে গিলাফাবৃত করা সউদী সরকার ও জনগণ কর্তৃক হারামাইন শরীফাইন ও আল্লাহর মেহমানদের সেবার এক অনুপম দৃষ্টান্ত। ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী স্বপ্ন আদিষ্ট হয়ে হিমারাইট বাদশাহ আসাদ হিজরীপূর্ব ২২০ সালে পবিত্র কা'বাগৃহকে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করার ব্যবস্থা করেন। তারও পর কা'বাগৃহে দরজা ও তালা লাগানোর ব্যবস্থা করেন একই রাজবংশের বাদশাহ হাসান। মক্কা বিজয়ের পর এক দুর্ঘটনায় কাবাগৃহের গিলাফ পুড়ে গেলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ইয়েমেনী কাপড় দিয়ে কাবাঘর আবৃত করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও কা'বাগৃহকে গিলাফ পরানোর এ রীতি অব্যাহত থাকে। কাবার গিলাফ তখন মিশরে বয়ন করে মক্কায় নিয়ে আসা হতো। খেলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং উসমানীয় আমলেও অব্যাহতভাবে এ রীতি অনুসৃত হতে থাকে। ১৯৩২ সালে আধুনিক সউদী আরব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সউদী সরকার কা'বার গিলাফ তৈরী ও সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মরহুম বাদশাহ আবদুল আজীজ ১৩৪৬ হিজরীর মুহাররম মাসে কা'বা শরীফের পবিত্র গিলাফ তৈরীর জন্য মক্কায় একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাংগ কারখানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াও মহৎ এ কাজটির জন্য আরো যাকিছু দরকার সবই তিনি রাজকোষ থেকে মুক্ত হস্তে প্রদান করেন। একই বছরের মাঝামাঝি সময় গিলাফ তৈরীর কারখানাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৩৪৬ হিঃ / ১৯৬২ খৃঃ প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই মক্কার এ কারখানাটি গিলাফ তৈরী শুরু করে দেয়। ১৯৩৭ সালে বন্ধ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত কারখানাটি গিলাফ তৈরীর কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৬২ সালে মরহুম বাদশাহ ফয়সল পুনরায় কারখানাটি চালু করার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয় কাবা শরীফের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সংগে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদিত গিলাফের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারখানাটিকে তিনি আধুনিকীকরণেরও নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭/১৩৯৭ সালে কারখানার নতুন ভবনের উদ্বোধনকরা হয়। ১৬ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়ে প্রথমে কারখানাটি চালু করা হয়। এদের সকলেই ছিল সউদী আরবের অধিবাসী। অতঃপর

www.pathagar.com

ক্রমশঃই কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২'শ ৪০ জনে। এদের মধ্যে ১০ জন বিদেশী নাগরিক এবং অবশিষ্টরা সউদী আরবের অধিবাসী।

২৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রশাসনিক বিভাগ কর্তৃক কারখানাটি পরিচালিত হয়। এদের বার্ষিক বেতন সর্বমোট ২০ লাখ ৭০ হাজার সউদী রিয়াল। ৫টি শাখা নিয়ে কারখানাটি গঠিত। শাখাগুলো হচ্ছেঃ বেল্ট, হস্তশিল্প, স্বয়ংক্রিয় বয়নশিল্প, রং এবং অভ্যন্তরীণ গিলাফ শাখা। হস্তশিল্পের উন্নত মানের পরিপ্রেক্ষিতে কারখানাটিতে স্বয়ংক্রিয় বয়ন পদ্ধতির সাথে সাথে হাতে বোনার পদ্ধতিও চালু রাখা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ পর্দা বিভাগটি কা'বা শরীফের অভ্যন্তরীণ পর্দা তৈরীর জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়। পবিত্র কা'বার একমাত্র অভ্যন্তরীণ গিলাফটি মাত্র ২ বছর আগে তৈরী করা হয়। ১৪০৩/১৯৮৩ সালের সফর মাসে এটা সর্বপ্রথম কা'বাগৃহে লাগানো হয়। বর্তমানে আরেকটি গিলাফ তৈরীর কাজ এগিয়ে চলছে।

কারখানার প্রধান কাজ হচ্ছে পবিত্র কা'বার জন্য রেশমী গিলাফ তৈরী করা। গিলাফের জন্য কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং কারখানার রঙ বিভাগে কালো রঙে রঞ্জিত করা হয়। প্রতিটি গিলাফের জন্য ৭২০ কেজি রঙ ও এসিডের প্রয়োজন। বর্তমানে কারখানায় কর্মরত ২০০ দক্ষ শ্রমিকের মোট বার্ষিক মজুরী ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি গিলাফ বা কিসওয়া'য় ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য বর্তমান বাজার দরে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

সারা বছরই কারখানাটি চালু থাকে। কারণ, গিলাফ তৈরীর পাশাপাশি এতে নামাজের জন্য গালিচাও তৈরী করা হয়। সম্প্রতি কারখানায় আরেকটি পুরুত্বপূর্ণ শাখা খোলা হয়েছে। এটার প্রধান কাজ হচ্ছে কাগজের পান্ডুলিপি থেকে কালো কাপড়ে লেখা উঠানো। এ কারখানায় উপহার থলেও নির্মিত হয়। ভবিষ্যতে এখানে সউদী আরবের জাতীয় পতাকা তৈরীরও পরিকল্পনা রয়েছে। হজ্জ ও ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল ওয়াহাব আবদুল ওয়াসি স্বয়ং এ কারখানাটির কাজ তত্বাবধান করে থাকেন। খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজীজের সরকার অব্যাহতভাবে কারখানাটির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তিসংগত কারণেই এ আশা পোষণ করা যায় যে, সউদী সরকারের সরাসরি তত্বাবধান ও পরিচালনায় কারখানাটি ইসলামী বয়ন

www.pathagar.com

শিল্পকে উন্নততর মাত্রায় এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পারবে। এটি নিছক কোন আশাবাদ নয়, বরং বাস্তবতার নিরীখে কারখানাটির সঠিক মুল্যায়ন।

পবিত্র গিলাফের শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ঃ

কা'বাগৃহের গিলাফ তৈরী করা হয় খাঁটি প্রাকৃতিক রেশম তন্তু দিয়ে। অবশ্য বয়নের পূর্বে এ তন্তুকে কালো রঙে রঞ্জিত করে নেয়া হয়। এ গিলাফ নিজস্ব রীতি-ঢঙ-এ গড়ে উঠা সউদী বয়ন শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এ কথাগুলো লিখা থাকে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্, আল্লাহু জাল্লা জালালুহু, সুবহানাল্লাহি, ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম'। উচ্চতায় গিলাফটি ১৪ মিটার। উপরের দিক থেকে এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিয়ে ৯৫ মিটার স্থান জুড়ে গিলাফটির চতুর্দিকে রয়েছে একটি সুদৃশ্য বেল্ট। হৃদয়গ্রাহী ক্যালিগ্রাফিক ছন্দ ও ধাঁচে এতে লিখা রয়েছে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত। এ লেখাগুলো বিশ্বনন্দিত আরবী অঙ্কন ও লিপি শিল্পের এক উজ্জল নমুনা। আয়াতগুলো ঐতিহ্যবাহী ইসলামী অলংকরণ ও নকশাকাটা ফ্রেম দ্বারা বেষ্টিত। সোনার প্রলেপ দেয়া রুপালি তারের এমব্রয়ডারী করা বেল্টটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৭ মিটার। ১৬টি পৃথক টুকরো একসংগে জুড়া লাগিয়ে এটি তৈরী। বেল্টটির ঠিক নিচে চার কোনে ইসলামী সুচিশিল্প সমৃদ্ধ বর্গাকৃতির চারটি দর্শনীয় বেষ্টনীতে চিত্তাকর্ষক সূচিশিল্পে লিখা রয়েছে আল-কুরআনের প্রাণ সুরা ইখলাস। ঠিক একই লাইনে বেল্টের নিচে লিখা রয়েছে আল-কুরআনের ছয়টি আয়াত। প্রতিটি আয়াতই লিখা হয় পৃথক পৃথক ফ্রেমে। প্রত্যেকটি ফ্রেম সুন্দরভাবে অলংকৃত। প্রতি দুটো ফ্রেমের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে রয়েছে প্রদীপাকৃতির বেষ্টনী। যার কোনটিতে লিখা রয়েছে 'ইয়া হাইয়ো ইয়া কাইয়ুম', কোনটিতে 'ইয়া রাহমান ইয়া রাহীম' আবার কোনটিতে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'।

বেল্টের নিচে লিখিত আয়াতগুলোর সবই একটি বিশেষ ইসলামী ক্যালিগ্রাফিক ষ্টাইল বা লিখন রীতির প্রতিনিধিত্বকারী। গিলাফের গায়ে অঙ্কিত নকশাগুলোকে দৃশ্যমান ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয় সুক্ষ্ম সুচিকর্ম। লিখন ও অঙ্কনে ব্যবহৃত রেখাগুলো আবার আবৃত করা হয় সোনার প্রলেপ দেয়া রূপোর তার দ্বারা। সুচিকর্ম ও নকশা শিল্পের এ বিশেষ রীতিটির জন্ম সউদী আরবের মাটিতেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ রীতিটি পরিপক্কতা লাভ করছে। অপরদিকে কা'বাঘরের দরজার পর্দাও তৈরী করা হয় কালো রঙের খাঁটি রেশম দিয়ে। দরজাটি উচ্চতায় সাড়ে সাত মিটার এবং প্রস্থে চার মিটার। এ পর্যায়েও লিখিত রয়েছে আল-কুরআনের

www.pathagar.com

বিভিন্ন আয়াত, যেগুলোর সৌন্দর্য বর্ধিত করা হয়েছে ইসলামী অলংকরণ, সুচিকর্ম ও নকশার সাহায্যে। এ সুচিকর্ম এবং নকশার উপরও জরির কাজ করা।

গিলাফ তৈরীর বিভিন্ন পর্যায় ঃ

গিলাফ তৈরীর প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পরিকল্পক বা ডিজাইনার পবিত্র গিলাফের শৈল্পিক পরিকল্পনা গ্রহণের শুরুতেই ইসলামী শিল্পরীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ লিপি, নকশা ও সুচিকর্ম সম্পর্কে রীতিমত গবেষণায় অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজ ও গবেষণা কর্মের উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করেন। অতঃপর এ রিপোর্ট গিলাফ কমিটির সভায় পেশ করা হয় এবং কমিটি এর উপর আলোচনা চালিয়ে প্রাথমিকভাবে গিলাফের একটি ডিজাইন গ্রহন করেন। এ ডিজাইনটি একটি মোটা কাপড়ে অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নকল করা হয়। এতে রঙ লাগানো হয় এবং আকর্ষনীয় কালি দিয়ে লিখন ও অঙ্কনের কাজ করা হয়। নকল গিলাফ হলেও এতে প্রায় সব কিছুই থাকে। লিপি, সুচিকর্ম, নকশা কোন কিছুই বাদ যায়না। তাছাড়া কাগজের ফুল কেটে তা কার্টুন জাতীয় কাগজের শীটে জোড়া লাগিয়ে উহা নকল গিলাফে সেঁটে দেওয়া হয়। এভাবে আসল গিলাফের অনুরূপ তৈরী হয়ে যায় একটি নকল গিলাফ। এ নমুনা অনুমোদিত হবার পর হাত দেয়া হয় আসল গিলাফ নির্মাণে।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে রেশম তন্তু সংগ্রহ করা এবং তাতে রঙ লাগানো। প্রাকৃতিক রেশম তন্তু তার মৌলিক অবস্থায় কারখানার জন্য সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর কারখানার রঙ শাখায় এ তন্তু ইপ্সিত রঙে রঞ্জিত করা হয়। আর তাহলো কালো, সবুজ ও গাঢ় লাল রঙ। বাহিরের গিলাফের জন্য কালো রঙ, ভেতরের পর্দার জন্য সবুজ রঙ এবং নবীজীর রওজা মুবারকের আচ্ছাদনের জন্য গাঢ় লাল রঙ। প্রাথমিক সেলাই ও নকশার কাজের জন্য ব্যবহৃত সুতা রঙানো হয় সোনালি হলুদ রঙে। পরে অবশ্য এ সেলাই ও নকশায় ব্যবহৃত রেশম ও সুতায় এমন পাকা রঙ লাগানো হয় যে, এক বছর প্রচন্ড রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে এবং লাখ লাখ লোকের ঘর্ষণ লেগেও এ রঙ একটুও ফেকাশে হয়না।

এভাবে সকল উপকরণ প্রস্তুত হবার পর তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয় প্রকৃত বুননের কাজ। বুননের কাজে সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় বয়ন যন্ত্রের পাশাপাশি দক্ষ শিল্পীর হাতের সুচও ব্যবহার করা হয়। বুনন কর্ম শেষ হবার পর চতুর্থ পর্যায়ে শুরু করা হয় নকশার কাজ। বাস্তবে নকশার

www.pathagar.com

কাজ আরম্ভ করার পূবে দক্ষ হাতে এগুলো এঁকে নেয়া হয় গিলাফের জমিনে। অঙ্কন কার্য সমাপ্ত হবার পর শুরু হয় সুচীকর্ম। সুচীকর্মের সংগে সংগে সমাধা করা হয় জরির কাজও। সুচ ও জরির কারুকার্য সমাপ্ত হলে নকশাগুলো দর্শকের নিকট সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান হয়ে উঠে। গিলাফের জমিন থেকে নকশার উচ্চতা কোন কোন ক্ষেত্রে ২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঠে যায়। বলাবাহুল্য, পবিত্র কা'বাগৃহের গিলাফে ব্যবহৃত নকশা, সুচিকর্ম ও লিখন বিশ্বনন্দিত ইসলামী কারুশিল্প ও ক্যালিগ্রাফীর গৌরবোজ্জল উত্তরাধিকারী এবং এক্ষেত্রে সউদীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতো।

www.pathagar.com

হাজীদের সেবক মুয়াল্লিম'দের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সম্মানিত হাজীগণ যেহেতু সউদী আরবে আল্লাহর পবিত্র গৃহের মেহমান, সউদী সরকার ও জনগণ যে গৃহের খাদেম, তাই পবিত্র স্থানসমূহে তাঁদের সাদর সম্ভাষন জানানো, আপ্যায়ন করা এবং হজ্জব্রত পালনে যতটা সম্ভব সহায়তা দানকে সউদীরা নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে থাকেন। এজন্য সউদী সরকার ও জনগণ কারো নিকট থেকে কোন স্বীকৃতি, প্রশংসা বা প্রতিদান দাবী করেননা। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে মেজবানের উপর মেহমানের দাবী বা মেহমানের প্রতি মেজবানের কর্তব্য। এ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই সউদী আরবের প্রতিটি দায়িত্বশীল নাগরিক সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর মেহমানদের সেবাযত্নে সর্বশক্তি নিয়োগ করাকে আপন পবিত্র কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সউদী সরকারের হজ্জ ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয় জাতীয় ভিত্তিতে এবং পরীক্ষামুলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত হাজীদের সকল বিষয়ে সার্বিক তত্বাবধানে থাকা, সাহায্য করা এবং পরামর্শ দান। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, মক্কায় তাওয়াফা প্রতিষ্ঠান, মদীনায় আদিল্লা প্রতিষ্ঠান, জেদ্দায় এজেন্টস ইউনিফাইড অফিস এবং মক্কায় জামাজিম ইউনিফাইড অফিস।

তন্মধ্যে তাওয়াফা প্রতিষ্ঠান সমূহের অধীনে মক্কায় যারা হাজীদের সেবা করেন সউদী আরবে তাঁরা মুত্তাওয়িফ (বহুবচনে মুত্তাওয়িফীন) নামে পরিচিত। আদিল্লা প্রতিষ্ঠানের অধীনে মদীনায় যারা কাজ করেন সউদী আরবে তারা দলীল (বহুবচনে আদিল্লা) নামে পরিচিত। মুত্তাওয়িফ ও দলীল উভয়ে একসংগে বাংলাদেশে মুয়াল্লিম নামে পরিচিত। জামাজীম ইউনিফাইড অফিসের অধীনে মক্কায় যারা কাজ করেন তারা জমজামী (বহুবচনে জামাজীম) নামে পরিচিত। তাঁদের কাজ হাজীদের জমজমের পানি পান করানো।

জেদ্দাস্থ এজেন্টস ইউনিফাইড অফিসের দায়িত্ব হচ্ছেঃ (১) জেদ্দায় হাজীদের অভ্যর্থনা জানানো, হাজী নগরীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া এবং সেখানে থাকাকালীন তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখা। (২)

www.pathagar.com

যানবাহনের ব্যবস্থা করে যথাসময়ে তাঁদের মক্কা বা মদীনার দিকে রওয়ানা করে দেয়া। (৩) মক্কায় তাওয়াফা প্রতিষ্ঠান এবং মদীনায় আদিল্লা' প্রতিষ্ঠানকে হাজীদের আগমন সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য অবহিত করা। (৪) হাজীদের নিকট থেকে সফর সংক্রান্ত কাগজ পত্র গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় ফরম পুরণ করা, রেকর্ড রাখা ও তালিকা তৈরী করা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। (৫) হজ্জ পালন শেষে জেদ্দা প্রত্যাগত হাজীদের অভ্যর্থনা জানানো, হাজী নগরীতে নিয়ে যাওয়া এবং দেশে ফেরার যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। (৬) হারিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে পড়া বা অনুপস্থিত হাজীদের তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া ছাড়াও এদের খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করা। (৭) কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। (৮) কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর যাবতীয় তথ্যসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করা এবং এতদসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করা। (৯) সব কিছু ঠিক মত চলছে কিনা তা দেখাশোনা করার জন্য যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করা। (১০) হাজীদের দেশে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, আনুষ্ঠানিকতা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া।

উপরে আভাস দেয়া হয়েছে যে, সউদী আরবে যাদের মুত্তাওয়িফ (মক্কায় তাওয়াফ তথা হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তাদানকারী) এবং দলীল (মদীনায় হাজীদের রাহবর বা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনকারী) বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশে তাঁরা এককথায় মুয়াল্লিম (শিক্ষাদানকারী) নামে পরিচিত। মুয়াল্লিম একটি সুপ্রাচীন, উপকারী এবং অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। শত শত বছর যাবৎ তারা মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় দেশ-বিদেশ থেকে আগত সম্মানিত হাজীদের সেবা করে আসছেন। বলা বাহুল্য, বাস্তব কারণেই সুদূর অতীতের কোনও এক সময় তাঁদের উদ্ভব হয়েছিল। যে কারণে তাদের উদ্ভব হয় সে কারণটি পরবর্তীকালে কখনো অপসৃত হয়নি বলেই হয়তো তাঁরা সমাজে এখনো টিকে আছেন। এ টিকে থাকাটাই তাদের অস্তিত্বের অত্যাবশ্যকীয়তার বড় প্রমাণ। তবে মুয়াল্লিমদের প্রদত্ত সেবাকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাংগ সুন্দর করার জন্য সউদী আরব সরকার তাঁদের একটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি ও পরিধিকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

আধুনিক সউদী আরব প্রতিষ্ঠার পুর্বে তাঁদের ভূমিকা এবং পরিচয় যাই থেকে থাকুক বর্তমানে তাঁরা হাজীদের সেবক, সাহায্যকারী, উপদেষ্টা ও বন্ধু। মারাত্মক শাস্তির ঝুঁকি না নিয়ে হাজীদের উপর কোনরূপ জুলুম করার কথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননা। যে সব অন্যায়-অবিচার ও

www.pathagar.com

জুলুম-অত্যাচার থেকে ইসলামের পবিত্র স্থান ও আরবীয় উপদ্বীপকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মরহুম বাদশাহ আবদুল আজিজ দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তবিসর্জনের বিনিময়ে ১৯৩২ সালে আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হজ্জ পালনের নিরাপত্তা বিধান এবং হাজীদের উপর থেকে সব ধরণের শোষণ-নিপীড়নের অপসারণ ছিল তম্মধ্যে একটি। আর এ কারণেই আজকের সউদী আরবে মুয়াল্লিম ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একের পর এক অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অতীতে ইহা ছিল একটি পুরোপুরি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে স্বাধীনভাবে এবং কারো নিকট জবাবদিহী না করেই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের সউদী হজ্জ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ও তত্বাবধানে কাজ করতে হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত তাওয়াফা প্রতিষ্ঠান এবং আদিল্লা প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে তাঁরা কাজ করেন। সরকারের নিকট তাঁরা দায়ী এবং সরকারের নিকট থেকে তাঁরা ভাতা গ্রহণ করেন। তাঁদের সুকৃতির জন্য যেমন তাঁরা সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন তেমনি দুস্কৃতির জন্য শাস্তিও পেয়ে থাকেন। কৃত অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী এ শাস্তি জেল-জরিমানা থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত গড়াতে পারে। একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, সউদী আরবে অপরাধের শাস্তি এড়াবার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি সে অপরাধী যদি রাজপরিবরের সদস্যও হয়। তাই বলা যায়, বর্তমানে মুয়াল্লিম কর্তৃক সম্মানিত হাজীদের অত্যাচারিত ও প্রবঞ্চিত হবার কোন অবকাশ নেই। তবে হাজী ভাইদের জানতে হবে মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, অপরদিকে তাঁদের নিজেদের দাবী ও অধিকারই বা কতটুকু। একথা জানতে হবে এবং মুয়াল্লিমদের নিকট থেকে তা আদায় করে নিতে হবে। যদি তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন বা ব্যর্থ হন তবে অনতিবিলম্বে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব কি ? এক কথায় মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব সউদী বিমানবন্দর বা সমুদ্র বন্দরে সম্মানিত হাজীদের অবতরণের পর তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো থেকে শুরু করে হজ্জ সমাপনের পর তাঁদের আবার নিরাপদে বিমানে বা জাহাজে উঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত হজ্জ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনার বিভিন্ন অবস্থানে আল্লাহর মেহমানদের হজ্জের আরকান-আহকাম সঠিকভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা ছাড়াও তাঁদের থাকা, খাওয়া, পরিবহন, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সেবা, সহযোগিতা ও পরামর্শ দান। মুয়াল্লিমগণ কখন, কোথায়, কিভাবে হাজীদের সেবায় কোন দায়িত্বটি

www.pathagar.com

পালন করবেন তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে এবং তা তাঁদের জানাও রয়েছে। শুধু তাই নয় তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি ও পরিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সউদী হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। 'তালিমাতুল হজ্জ' বা 'হজ্জ নির্দেশিকা' নামক পুস্তিকাতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতিবছরই সউদী সরকার তাঁর দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে হজ্জের বহু পূর্বে বিশ্বের প্রতিটি দেশের বিশেষতঃ মুসলিম দেশ এবং মুসলমান অধ্যুষিত অমুসলিম দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যথারীতি পুস্তিকাটির একাধিক কপি প্রেরণ করে থাকেন। যেন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য হজ্জ গমনেচ্ছুদের সে বছরের হজ্জ নীতি ও হজ্জ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য যথাসময়ে জানিয়ে দিতে পারেন। এখানে সম্মানিত পাঠকবর্গের সদয় অবগতির জন্য সংক্ষেপে মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হলো। আগামী বছরগুলোতে আল্লাহতাআলা যাঁদের হজ্জ করার তৌফিক দেবেন হয়তো এ ক্ষুদ্র প্রয়াস তাঁদের কাজে আসতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৪০৭/১৯৮৭ সালের 'তালীমাতুল হজ্জ' নামক পুস্তিকার ভিত্তিতে এ-তথ্যগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে।

(১) অনুমোদিত হজ্জ নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে হাজীদের অভ্যর্থনা জানানো এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তাঁদের পছন্দমাফিক থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা ও সেখানে নিয়ে যাওয়া। মুয়াল্লিমরা বা তাঁদের প্রতিনিধিরা যদি এ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য করেন এবং মন্ত্রণালয়কে নিজ দায়িত্বে এ কাজটি করতে হয় তবে তাতে যা খরচ হবে তা সংশ্লিষ্ট মুয়াল্লিমদের নিকট থেকে কেটে নেয়া হবে এবং তদুপরি এজন্য তাঁদের উপযুক্ত শাস্তিও প্রদান করা হবে।

(২) হাজীদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মক্কা থাকাকালীন তাঁদের সঠিক তত্ত্বাবধানে থাকা। থাকার ঘর পরিচ্ছন্ন, পানি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি সেবা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা এবং তওয়াফ করাবার ব্যবস্থা করা। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী থাকার অনুপযুক্ত কোন বাড়িতে হাজীদের থাকার ব্যবস্থা করা থেকে বিরত থাকা।

(৩) সঠিকভাবে ফারায়েজ ও ওয়াজিবাত আদায়ে হাজীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দান। হাজীদের ধর্মীয় উপদেশ দানে নিয়োজিত মুবাল্লিগীন বা ওয়ায়েজীনে কেরামের সঙ্গে সহযোগিতা করা। হাজীরা যাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেয়া অর্থাৎ পানির যেন অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

www.pathagar.com

(৪) আরাফাত, মুজদালিফা, মিনা যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া এবং এসব স্থানে তাঁদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া। আবার তাঁদের মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। হাজীদের প্রতিটি দলের সংগে একজন সার্বক্ষণিক লোক দেয়া মুয়াল্লিম প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য, যেন কেউ পথ হারিয়ে ফেলে অসুবিধায় না পড়েন।

(৫) আরাফাত ও মিনার তাঁবুগুলোতে পানি, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতিক পাখা সরবরাহ করা। তাছাড়া তাঁবুগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক খাদেমের ব্যবস্থা রাখা।

(৬) হাজীদের পাসপোর্ট বা সফর-সনদ জমা রেখে তার পরিবর্তে একটি পরিচয় পত্র প্রদান করা এবং হজ্জ শেষে মক্কা ত্যাগের পুর্বে তাঁদের পাসপোর্ট বা সফর-সনদ ফেরৎ প্রদান।

(৭) হাজীদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সর্বক্ষণ খোঁজ-খবর নেয়া এবং প্রয়োজনীয় সবকাজে তাঁদের সাহায্য করা। এ ধরনের আরো যাবতীয় কাজ যথা-অনুপস্থিত, হারিয়ে যাওয়া, অসুস্থ, আহত এবং ওফাতপ্রাপ্ত হাজীদের ব্যাপারে যথাযথ দায়িত্ব পালন।

মক্কার তাওয়াফা প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মদীনা আদিল্লা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত মুয়াল্লিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রায় অনুরূপ। পার্থক্য শুধু স্থান, কাল ও প্রদত্ত সেবার প্রকৃতির মধ্যে। তাই এখানে স্বতন্ত্রভাবে তা আর উল্লেখ করা হলোনা।

এখানে প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হজ্জের ক্ষেত্রে মুয়াল্লিম ফি বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সউদী সরকার সম্মানিত হাজীদের নিকট থেকে কোন ফি বা ট্যাক্স আদায় করেন না। ট্রাভেলার্স চেক বা ব্যাংক ড্রাফট মারফত প্রতিবছর হাজীদের যে একটা নির্দিষ্ট অংকের অর্থ দিতে হয় তা আসলে কোন ফি নয়, এবং বিভিন্ন রকম সেবার মুল্য ও পরিবহন খরচ। আমরা যেমন পৌরসভাকে তার প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবার মুল্য দিয়ে থাকি অথবা বিভিন্ন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে থাকা, খাওয়া ও প্রদত্ত অন্যান্য সেবার জন্য বছরের শুরুতে একটা অগ্রিম মুল্য দিয়ে থাকি, এটা অনেকটা তদ্রুপ। পৃথিবীর পর্যটন প্রধান দেশগুলোতেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। সেবার মুল্য বা সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৯৮৭ সালে প্রত্যেক হাজীকে দিতে হয়েছে ৫২৪,০০ সউদী রিয়াল এবং পরিবহন খরচ বাবদ দিতে হয়েছে ৩৪৫,০০ সউদী রিয়াল। প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের সেবার মধ্যে রয়েছে জেদ্দায়

www.pathagar.com

'হাজী নগরীতে থাকার খরচ, জেদ্দায় 'ইডনিফাইড এজেন্টস অফিস' কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন রকমের সেবা, মক্কায় বিতাওয়াফা প্রতিষ্ঠানের অধীন কর্মরত মুয়াল্লিমদের সেবা, মক্কায় জমজমী বা জমজমের পানি পরিবেশনকারীদের পারিশ্রমিক, আরাফাত ও মিনায় তাঁবুতে থাকার খরচ এবং হাজী ক্যাম্পের বা তাঁবুর পানি, বিদ্যুৎ ও পরিচ্ছন্নতা বাবদ খরচ ইত্যাদি। পরিবহন খরচের মধ্যে ধরা হয়েছে জেদ্দা-মদীনা-মক্কা বা জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা ইয়ামবু-মদিনা-মক্কা বা ইয়ামবু-মক্কা-মদিনা, মক্কা-আরাফাত- মুজদালিফা-মিনা- মক্কা এবং জেদ্দা-মক্কা ও মক্কা-জেদ্দা রুট সমুহে চলাচলের বাস ভাড়া।

এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, বিশ্বের দুর-দুরান্ত থেকে দুর্গম গিরি, কান্তার মরু ও দুস্তর পারাবার পেরিয়ে, ঘরবাড়ি আত্মীয়-পরিজন পশ্চাতে ফেলে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রেমে আপ্লুত হয়ে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে জীবনের দীর্ঘ দিন-লালিত স্বপ্ন পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সউদী আরবের পবিত্র মাটিতে পদার্পন করা মাত্র প্রতিটি হজ্জ যাত্রী ভাই সউদী সরকার ও জনগণের মেহমানে পরিণত হন। সম্মানিত হাজীদের অভ্যর্থনা জানানো, সেবাযত্ন ও আপ্যায়ন করা, সুখ-দুঃখ ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখা এবং হজ্জব্রত পালনে পূর্ণ সহযোগিতা দানই তখন সউদীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্বে পরিণত হয়। তাই সউদী সরকার ও জনগণ তাঁদের জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক যাবতীয় কর্মকান্ড এমনভাবে পরিচালিত করেন যেন তাঁরা হজ্জ মৌসুমে হাজী ভাইদের সেবা ও খিদমতে বেশীর চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করতে পারেন। এটা শুধু এজন্য নয় যে, সম্মানিত হাজীদের তাঁরা নিজেদের আত্মীয় ভাবেন বরং তার চেয়েও অধিক হাজী ভাইদের তাঁরা 'আল্লাহর মেহমান' বলে মনে করেন। আর একারণেই হাজীদের জন্য পরিশ্রম করা, খরচ করা ও ত্যাগ স্বীকার করাকে তাঁরা তাঁদের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলে বিশ্বাস করেন এবং এ পরিশ্রম, খরচ ও ত্যাগ করতে পেরে তাঁরা আনন্দ পান, গর্ব বোধ করেন।

আপন মহিমায় ভাস্বর মহান পূর্বসুরীদের মতো সউদী আরবের বর্তমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদারমনা শাসক খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজিজও ইসলামের পবিত্র স্থানসমুহের উন্নয়ন এবং আল্লাহর মেহমানদের খিদমতে মুক্ত হস্তে খরচ করাকে সর্বোচ্চ জাতীয় কর্তব্য এবং সউদীদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করে থাকেন। হারামাইন শরীফাইনের উন্নয়ন ও সম্মানিত হাজীদের কল্যাণে সউদী আরবের সরকার-প্রধান হিসেবে বাদশাহ ফাহদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, সক্রিয় ভূমিকা ও প্রশংসনীয় উদ্যোগের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া এখানে

www.pathagar.com

আমাদের উদ্দেশ্যও নয় এবং এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভবও নয়। সকল সরকারী ও জাতীয় কর্মকান্ডের পশ্চাতেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং উৎসাহ প্রধান ভূমিকা পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহর মেহমানদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত দরদ ও আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ এখানে অতি সংক্ষেপে এক-আধটি চিত্র তুলে ধরা হয়তো অপ্রাসংগিক হবেনা। অন্য সব কিছুর কথা বাদ দিলেও বাদশাহ ফাহদ প্রতিটি হজ্জ মৌসুমে হাজীদের মধ্যে নিজ খরচে যে লাখ লাখ বোতল মিঠা পানি এবং আল-কুরআনের উন্নত মানের লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করে আসছেন শুধু তার ব্যয়ভারই প্রতিবছর শতকোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়।

শেষ কথা ঃ

সবশেষে বলা যায় যে, হারামাইন শরীফাইনসহ ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের খিদমত এবং আল্লাহর মেহমানদের সেবা করার ব্যাপারে সউদী আরবের রয়েছে এক স্বতন্ত্র বিশ্বাস, আলাদা দর্শন। সউদী সরকার ও জনগণ আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর স্বীয় গৃহ এবং প্রিয়তম রসূলের আবাসস্থল সে দেশের মাটিতে রেখে যেমন তাঁদের দেশকে সম্মানিত করেছেন তেমন হারামাইন শরীফাইনের খিদমত করার সুযোগ দিয়েও তাঁদের করেছেন মর্যাদাবান ও অনুগ্রহভাজন। সউদী সরকার ও জনগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী ও জাতির জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন যেভাবেই করা হোকনা কেন, তাদের নিজেদের জীবনের পার্থিব সাফল্য এবং পারলৌকিক নাজাত নিহিত রয়েছে ইসলাম, ইসলামের পবিত্র স্থান ও মুসলিম উম্মাহর খিদমত করার যে দায়িত্বভার আল্লাহতাআলা তাঁদের উপর অর্পণ করেছেন তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার মধ্যে। এ বিশ্বাসেরই বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই সউদী আরবের রাষ্ট্রীয় নীতি এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডে। সউদী আরব যে প্রতিবছর তার জাতীয় আয় ও তৈল সম্পদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হারামাইন শরীফাইনের উন্নয়ন এবং আল্লাহর মেহমান তথা গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সেবায় অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছে তা শুধু এ বিশ্বাসকেই কার্যে পরিণত করার জন্য।

হারামাইন শরীফাইনের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং আল্লাহর মেহমানদের খিদমতে সউদী সরকার ও জনগণ এ পর্যন্ত যাকিছু করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন, টাকার অংকে তার পরিমাণ যত বিরাট, বিপুল ও বিস্ময়করই হোকনা কেন এখানেই তার ইতি নয়। উদার, শর্তহীন ও সীমাহীন খরচ বর্তমানে চলছে, ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি

www.pathagar.com

অর্জনের জন্য আল্লাহরই পথে, ইসলামের সেবায় ও মুসলমানদের কল্যাণে অর্থ সম্পদ খরচ করার এ এক অব্যাহত প্রক্রিয়া। আসুন, এ সম্পর্কে খাদেমুল হারামাইন আল-শরীফাইন সউদী সরকার ও জনগণের অবিসংবাদিত নেতা, বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আজিজ স্বয়ং কি বলেন তাই শুনি। তিনি বলেন, "এ খরচ চিরদিন অব্যাহত থাকবে। বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও এ মহত কাজে আমাদের দেশ সীমাহীন ও শর্তহীনভাবে খরচ করে যাবে। মক্কা মুকাররমায় আল্লাহর প্রাচীনতম গৃহ এবং মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর প্রিয় রসুলের পবিত্র মসজিদকে গৌরবে, মহিমায়, ও সৌন্দর্যে আরো উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলতে আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস, আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের শেষ কর্পদকটি নিঃশেষিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ইনশা'ল্লাহ, আমরা এ খরচ চালিয়েই যাব। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।" আল্লাহুম্মা আমিন।

www.pathagar.com